চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল (উ.মা.)

প্রবাহ

চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)
স্থাপিত - ১৯২৪
পোঃ চালতাবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা - ২০১৮

চালতাবেড়িয়া, থানা- জয়নগর, দঃ ২৪ পরগনা

প্রবাহ

চালতাবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.) পত্রিকা

স্থাপিত - ১৯২৪

(সরকার পোষিত ও সহশিক্ষামূলক)

প্রথম সংখ্যা, ২০১৮

সম্পাদনা - খুশীলাল চক্রবর্তী, সহ-শিক্ষক
সম্পাদনা সহযোগী - সুরজিৎ সরকার, সহ-শিক্ষক
প্রকাশক - আফজাল হোসেন মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক
উপদেষ্টা - শিক্ষক - শিক্ষিকামণ্ডলী

“ .... লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে এবং বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়ার কথা।” — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুদ্রক ঃ লাকি প্রিন্টার্স, মল্লিকপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শোক প্রস্তাব

বিগত বৎসরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত মণিষী শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, রাজনীতি, চারু ও কারুকলাতে বিশিষ্ট অবদান রেখে প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্প্রতি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক কালীপদ মণ্ডল ও তারাচাঁদ মণ্ডল, অবসর প্রাপ্ত সহঃ শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের আজীবন সদস্য জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল ও সুদর্শন সরদার মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন। আমরা মর্মাহত। তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি ও সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বিদায়

আমাদের বিদ্যালয়ের একাধারে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক মাননীয় খুশীলাল চক্রবর্তী মহাশয় গত ইংরাজী ৩০শে জুন, ২০১৮তে বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমরা তাঁর অবসরকালীন রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মুখবন্ধ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 'প্রবাহ' আলোর মুখ দেখছে। এই শুভ মুহূর্তে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। পূর্বতন কর্মস্থলে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বপালনে নিয়োজিত থাকায় নতুন কর্মস্থলে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্যসহ বিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার জন্য অগ্রসর হতে পারিনি। তাই আজ বেশ পুলকিত বোধ করছি। একটি বিদ্যালয় পত্রিকার মধ্যে যা যা থাকা উচিত প্রথমসংখ্যায় প্রায় তার সবগুলি উপস্থিত। এজন্য আমার দুই সহকর্মী খুশীলাল চক্রবর্তী ও সুরজিৎ সরকার মহাশয়কে সার্বিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এতদিন বিদ্যালয়ের অগ্রগতির কোন লিখিত বিবরণ মুদ্রিত অক্ষরে ছিলনা। বর্তমান সংখ্যাটি তার চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 'বিদ্যালয়ের আত্মকথা' ও নানা তথ্যপঞ্জীতে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। বিদ্যালয় সংগঠনের ক্ষেত্রে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, দান ও অধ্যবসায় ছিল নিবন্ধটিতে লেখক তার উপরে আলোকপাত করেছেন। যা আগামী শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যায়। নিবন্ধটিতে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম অনালোকিত থাকে আগামীতে তা যথাযোগ্য মর্যাদায় সংযোজিত হবে।

পত্রিকা প্রকাশনায় বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও সাড়া মিলেছে খুব কম। আশাকরি, আগামীতে তারা আরো বেশী সংখ্যায় অংশ নেবে।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ এক সর্বগ্রাসী দূষণের স্বীকার। আজকাল প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলেছে। সে তুলনায় মানবিক পরিবেশের দূষণ নিয়ে আমরা ততটা চিন্তিত আছি বলে মনে হয় না। পরস্পরের মনের মাঝে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। অসহিষ্ণুতা আমাদের সভ্যতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সাহিত্যের সারস্বত সাধনাই এর অবসান ঘটাতে সমর্থ। আবার, আজকাল সাহিত্যের নামে এমন কিছু পরিবেশিত হচ্ছে যা নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে আরো সংকটাপন্ন করে তুলছে। ইন্টারনেট সহ গণমাধ্যমগুলির অধিকাংশ বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতির চর্চায় নিয়োজিত। এর থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশ ঘটানো জরুরী। 'প্রবাহে'র প্রথম সংখ্যাটি সেই বৃহৎ কর্মদ্যোগেরই এক ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।

'প্রবাহে'র প্রথম সংখ্যাটি হয়তো আকাঙ্খিত গুণমান অর্জন করতে পারেনি। সবরকম প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েই গেল। সেজন ক্ষমাপ্রার্থী। পরিচালন সমিতি ও ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক মহলের সার্বিক সহায়তায় 'প্রবাহ' আপন মহিমায় বহমাণ থাকুক এই কামনায় শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে —

আফজাল হোসেন মণ্ডল

প্রধান শিক্ষক

চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল (উঃমাঃ)

পরিচালন সমিতির সভাপতির কলম থেকে ....

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯৫ তম বছরে মুদ্রিত আকারে বিদ্যালয় পত্রিকা 'প্রবাহে'র আত্ম প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীসহ ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রায় দুই সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলিতে আমাদের এই বিদ্যালয় প্রতিনিয়ত মুখরিত হয়। পঠন-পাঠনসহ নান সহ-পাঠক্রমিক কাজগুলি ও পরিচালিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক-পরিচালন সমিতির মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিরাজ করায় আমাদের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। কিন্তু বিদ্যালয় পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন ভবন নির্মাণ হয়নি। যা হয়েছে তা অপ্রতুল। শিক্ষক প্রাপ্তির সংখ্যা ও কম। বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচাগারের সমস্যা এখনও বিরাজিত। বর্তমান কমিটি ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করে। কিন্তু সভাপতি প্রদীপ কুমার মণ্ডল মহাশয়ের পদত্যাগ জনিত শূন্য পদে সরকারীভাবে আমি দায়িত্ব পাই গত ২১-০৩-২০১৮ তারিখে। তারপর থেকে এপর্য্যন্ত Tractor India Pvt. Ltd. এর সৌজন্যে এবং দক্ষিণ বারাসত Human Devlopment Council এর তত্ত্বাবধানে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট Toilet নির্মিত হয়েছে। সঙ্গে হয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দুটির কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া, বারুইপুর পূর্ব (তপঃ) কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের MLA LAD Scheme থেকে একটি নলকূপ স্থাপিত হয়েছে। ফলে পানীয় জলের অভাব কিছুটা দূরীভূত হলে ও সম্পূর্ণ অভাব মেটেনি। তারজন্য আর একটি নলকূপের প্রয়োজন। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয় ভবনটির নীল-সাদা রঙ করা সম্ভব হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর থেকে একটি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ (ACR) বরাদ্দ হয়েছে এবং তার কাজ ও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। Mid-day-Meal এর জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে Dining Room বা ছাত্র-ছাত্রীদের বসে খাওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। যার কাজ শুরু হওয়ার পথে। সর্বোপরি, এলাকায় নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি বালিকা হোস্টেলের জন্য বর্তমান সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। যার কাজ অনতিবিলম্বে শুরু হবে। সেজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সকলের গঠনমূলক পরামর্শ নিয়ে চলতে আমাদের পরিচালন সমিতি বদ্ধ পরিকর। আশাকরি, সার্বিক সহায়তায় আমরা উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে সমর্থ হব।

ধন্যবাদান্তে —

চালতাবেড়িয়া
০৮/০৭/২০১৮

মোনাজাত শেখ
সভাপতি
চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল (উঃমাঃ)

সূচীপত্র

গদ্য সাহিত্য

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় -		২
তথ্যপঞ্জী -	খুশীলাল চক্রবর্তী -	৩
ভূতের জলপান -	ইমরাম মোল্লা -	১০
বনভোজনের অভিজ্ঞতা -	রিথীয়ান মোল্লা -	১১
ভালোবাসার কাহিনী -	মোখলেছা মোল্যা -	১১
চিঠি -	নির্মলচন্দ্র মণ্ডল -	১২
প্রতিদান -	উসমান মোল্লা -	১৩
গ্রহের ফের -	সুদীপ্ত শের পাল -	১৫
স্মৃতির অন্তরালে -	মাহাফুজুর রহমান -	১৭
শব্দতরঙ্গ (সূত্রসহ শব্দছক)	খুশীলাল চক্রবর্তী -	১৯
টুনটুনি আর বিড়ালের কথা -	আকিদা মোল্লা	২১
স্বপ্ন -	নাজিনা সুলতানা	২২
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামীণ উন্নয়ন	রসিদা খাতুন	২৪
প্রথমস্থান - (X - 1965 - 2018)	সম্পাদক	২৬
অসহিষ্ণুতা -	প্রশান্ত সরদার	২৮
চালতাবেড়িয়া হাই স্কুলের আত্মকথা	খুশীলাল চক্রবর্তী	৩০
শীর্ষস্থানীয় (XII - 2005 - 2018)	সম্পাদক	৩৮
শীর্ষস্থানীয় (ক্রীড়া - 2018)	সম্পাদক	৩৯

পদ্য সাহিত্য

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা
ছোট্ট নদী -	অমিত মণ্ডল	৪০
অভিব্যক্তি -	সফিকুল আলম মোল্লা	৪০
পড়ার ফাঁকি -	সুবল চন্দ্র মণ্ডল	৪১
মামাভাগ্নে -	নির্মল মণ্ডল	৪১
ছড়া (১ - ৩) -	সুস্মিতা নস্কর	৪২
সুখ দুঃখের সাথী -	সবনম মোল্যা	৪২
তবে জেনে গেছি	সুরজিৎ সরকার	৪৩
বর্ষার মাঠ -	রফিকা গাজী	৪৪
মহাবেগ -	কার্ত্তিক চন্দ্র মণ্ডল	৪৪
সমাস -	আতাউল্লা সরদার	৪৫
হে বসুন্ধরা -	অপর্ণা মণ্ডল	৪৫
উত্তর (শব্দছকের ১-৪)	সম্পাদক	৪৬
অনন্ত জিজ্ঞাসা -		৪৭

সম্পাদকীয় —

স্বরচিত সাহিত্যের প্রসার চাই

যা হিত বা মঙ্গলের জন্য লিখিত হয়, তা সাহিত্য। হিতের সহিত বর্তমানই হল সাহিত্য। পরীক্ষার নিয়ন্ত্রিত সিলেবাসে সব সময় নিজের ধারণশক্তি, গ্রহণশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, উচিতও নয়। আমাদের মধ্যে পূর্ব আচার্য রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত প্রমুখ কবি, লেখক, সাহিত্যিকগণ কেউ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় জড়িয়ে ছিলেন না বরং তাঁরা সাধারণ পাঠ্যসূচীর সঙ্গে এবং পাঠ্যসূচীর বাইরে দাঁড়িয়েও নতুন কোনো বিষয় আবিষ্কার করা, নতুন কোনো বিষয়ে লেখা, নতুন কোনো বিষয়ের সন্ধান দেওয়ার জন্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাট্য-প্রমুখ স্বরচিত লিখন সাহিত্যকে, আমাদের মঙ্গল মুখী কাজকে ভরিয়ে দিয়েছেন।

সময় যেমন পরিবর্তনশীল, মানুষের উন্নয়নকামী, মঙ্গলকামী ভাবনাও তেমন পরিবর্তনশীল; তাই স্বরচিত স্বকীয় ভাবনাও তেমন পরিবর্তনশীল হওয়া স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয়। স্বরচিত, স্বকীয় সময়োপযোগী মঙ্গলকামী ভাবনার লিখনের প্রসার চাই অনবরত। বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার সুখসামগ্রীর ব্যবহারের আরও উপকারী দিকগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে, অপকারী দিকগুলিকে প্রতিরোধ করতে স্বকীয় ভাবনায় আসা প্রযুক্তির লেখার প্রসার করা দরকার নবীন প্রজন্মের। তাই সাহিত্যের এই প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ, আগামী প্রতি বর্ষের মুদ্রিত প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা করে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকার কাছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)-এর বর্তমান সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা- শিক্ষাকর্মীকে, যাঁদের শুভেচ্ছায় ও সহযোগিতায় 'প্রবাহ' নামাঙ্কিত বিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথম প্রকাশ হচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে —

সবার ভালোবাসা ধন্য,

পত্রিকা সম্পাদক

"যেই রাম, সেই রহিম, নাম এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই, জানিবা নিশ্চয়।।"

তথ্যপঞ্জী

সংকলন - খুশীলাল চক্রবর্ত্তী, সহ-শিক্ষক

আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকব। কারণ আমাদের আত্মা অবিনশ্বর। পরবর্তী জীবাত্মা, পূর্ববর্তী একই জীবাত্মার কার্যাবলী দৈবাৎ স্মরণে আনতে পারে। ১৯২৪ সাল থেকে এই চালতাবেড়িয়া হাইস্কুলে বহু জীবাত্মার কার্যাবলী যুক্ত হয়েছে। এরূপ বহু ব্যক্তির কার্যাবলী বর্তমানে আমরা জানিনা। অজানা বহু ব্যক্তির সেবা দানের পরিচিতি ক্রমাগত উত্তর সুরীদের জানার ইচ্ছা তো রয়েছেই। তা পূরণ হতে চলেছে এই মুদ্রিত তথ্যপঞ্জীতে।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিগত কমবেশী ৯৪ বৎসরে এ বিদ্যালয়ের ছত্রতলে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন। বর্তমানেও যাঁরা আলোক বিকিরণ করছেন, তাঁদের পরিচিতি প্রকাশিত হচ্ছে।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
1.	অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী 09.02.52 to 16.12.57	5.10 yrs			প্রধান শিক্ষক
2.	বিপিন বিহারী মণ্ডল 17.12.1957 to –				প্রধান শিক্ষক
3.	সতীশ চন্দ্র হালদার 09.10.1955 to –				প্রাক্তন
4.	বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র 09.11.1955 to –		ভূগোল		প্রাক্তন
5.	শ্রী বসন্ত কুমার মণ্ডল 01-01-34 to 31-12-75	42 yrs.	ভূগোল	উলুরদাঁড়ি	প্রয়াত
6.	শ্রী কানাইলাল গায়েন 01-01-55 to 31-12-85	31 yrs.	সংস্কৃত	মায়াহাউড়ী	প্রয়াত
7.	শ্রী রামপদ মণ্ডল 01-04-55 to 31-08-76	21.5yrs.	বাংলা	বামনগাছি	প্রধান শিক্ষক
8.	গোলাম মোস্তাফা 01-01-57 to 30-01-91	34 yrs.	ভূগোল	কামারিয়া	প্রয়াত

"অন্যের গুণগান করায় মেতে না থেকে নিজের গুণকে সমৃদ্ধ করতে কাজ করতে থাকুন, এক সময় গুণীজনদের তালিকায় আপনার নামও উঠে আসবে। অন্যের পথে চেয়ে না থেকে নিজের পথে অগ্রসর হোন, আপনার পথও আপনার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।" — সক্রেটিস।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
9.	শ্রী জীতেন্দ্রনাথ মণ্ডল আনু .... 61 to 31-12-96	38 yrs.	দপ্তরী	চালতাবেড়িয়া	প্রয়াত
10.	শ্রী মনোরঞ্জন দাস 01-01-62 to 22-02-70	8.1 yrs	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	পূর্ববঙ্গ + চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
11.	শ্রী রণজিৎ কুমার সাহা 01-01-63 to 28-02-70	7.1 yrs	ইংরাজী	পূর্ববঙ্গ + চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
12.	শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ 01-01-64 to 31-10-65	1.9yrs	বিজ্ঞান	চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
13.	শ্রী আনন্দমোহন নস্কর 01-01-64 to 25-02-66	2.2yrs	অঙ্ক	—	প্রাক্তন
14.	শ্রী মদন মোহন হাতি 12-09-64 to 27-03-65	6.16 m	....	উলুরদাঁড়ি	প্রাক্তন
15.	শ্রী সুনীল কুমার সরদার 01-11-64 to 31-01-99	34.3yrs	করণিক	চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
16.	শ্রী বিবেকানন্দ পাল 04-01-65 to 17-07-65	6.14 m	—	—	প্রধান শিক্ষক
17.	শ্রী কমলেশ ব্যানার্জী 01-04-65 to 30-11-65	8 m	বিজ্ঞান		প্রাক্তন
18.	শ্রী শ্যামল কান্তি সরকার 01-12-65 to 26-06-67	1y.6m 26 d	বিজ্ঞান	পূর্ববঙ্গ + চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
19.	শ্রী মলয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 01-03-66 to 01-02-70	3.11yrs	বিজ্ঞান	সরবেড়িয়া	প্রাক্তন
20.	শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল 14-05-66 to 12-04-67	10.28m	....	মেদিনীপুর + স্কুলহোস্টেল	প্রধান শিক্ষক
21.	শ্রী গোবর্ধন কর 16-06-67 to 25-04-71	3y.10m 9 d	ইতিহাস	বাপুলীবাজার	প্রধান শিক্ষক
22.	শ্রী সুদর্শন সরদার 27-06-67 to 31-10-04	37.4yrs	ভৌতবিজ্ঞান	চালতাবেড়িয়	প্রয়াত

"অভিযোগ করতে যাবেন না, কারণ ওটা সবাই করতে পারে। পারলে নিজের শক্তির ব্যাপারে জানান, কেননা খুব কম মানুষই আছেন যারা নিজের শক্তির ব্যাপারে সচেতন" — আব্রাহাম লিঙ্কন।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
23.	আব্দুল রসিদ গাজী 01-03-68 to 31-07-05	37.5yrs	আরবী	কলস, মগরাহাট	প্রয়াত
24.	শ্রী চন্দ্রশেখর মণ্ডল 01-03-70 to 31-07-73	3.5 yrs	ইংরাজী	দক্ষিণ বারাসাত	প্রাক্তন
25.	শ্রী সুভাষ চন্দ্র হালদার 01-03-70 to 10-05-80	10.2 yrs	ভৌতবিজ্ঞান	মথুরাপুর + গড়িয়া	প্রাক্তন
26.	শ্রী সত্যরঞ্জন পাল 01-03-70 to 31-07-08	38.5 yrs	কর্মশিক্ষা	শ্রীকৃষ্ণনগর	প্রাক্তন
27.	শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল 01-04-73 to 14-02-75	1.10 yrs	বাংলা	বেলেদুর্গানগর	প্রাক্তন
28.	সিরাজুল ইসলাম 20-08-73 to 26-02-10	36.6 yrs	ইংরাজী	হরিনারায়ণপুর	প্রাক্তন
29.	শ্রী বিজয় মণ্ডল 01-01-74 to 28-02-77	3.2 yrs	শিক্ষাকর্মী	চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
30.	শ্রী সরস্বতী মণ্ডল 01-01-74 to 16-08-78	4.7 yrs	মেট্রন	চালতাবেড়িয়া	......
31.	সৈয়দ মহম্মদ রাফে 07-03-75 to 30-11-79	4.8 yrs	ইংরাজী	মুর্শিদাবাদ	প্রাক্তন
32.	শ্রী অশোক কুমার নন্দী 01-06-75 to 31-03-12	36.10 yrs	জীবনবিজ্ঞান	মধ্যশিবপুর	প্রাক্তন
33.	শ্রী জগদীশ সরদার 16-06-76 to 31-01-76	7.15 m	ভূগোল	চালতাবেড়িয়া	প্রয়াত
34.	শ্রী জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল 01-03-77 to 30-01-10	32.11 yrs	শারীরশিক্ষা	চালতাবেড়িয়া	প্রয়াত
35.	শ্রী সত্যব্রত দাস 16-08-77 to 30-11-97	20.3 yrs	ইতিহাস	নরেন্দ্রপুর + পূর্ব মেদিনীপুর	প্রধান শিক্ষক
36.	শ্রী জহরলাল কর্মকার 19-09-77 to 15-05-78	7.26 m	বাংলা	উলুরদাঁড়ি	প্রাক্তন

"সুযোগ কখনও আসে না - বরং সুযোগ তৈরী করে নিতে হয়।" — জে. ডিউক।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
37.	শ্রী রথীন্দ্রনাথ দাস 26-09-77 to 18-12-79	2.2 yrs	ইতিহাস	শ্যামনগর, নৈহাটি	প্রাক্তন
38.	শ্রীমতী মনিদীপা মজুমদার 24-12-79 to 26-05-09	29.5 yrs	ইতিহাস	ঢাকুরিয়া	প্রাক্তন
39.	শ্রীমতী সন্ধ্যা মাইতি 01-02-80 to 28-02-91	11.1 yrs	বাংলা	ডায়মণ্ডহারবার	প্রাক্তন
40.	শ্রী সুমিত কুমার রায়চৌধুরী 03-07-80 to 22-10-09	29.3 yrs	গণিত	দক্ষিণ বারাসত	প্রাক্তন
41.	শ্রীমতী প্রতিভা সরকার 29-06-84 to 28-02-11	26.8 yrs	মেট্রন	ময়দা	প্রাক্তন
42.	শ্রী খুশীলাল চক্রবর্তী 05-03-90 to 30-06-18	28.3 yrs	বাংলা	কাঁটাপুকুরিয়া	বর্তমান
43.	শ্রী পবিত্র কুমার মণ্ডল 27-12-91 to 28-02-23	31.2 yrs	বাংলা	সোনারপুর	বর্তমান
44.	শ্রীমতী ইভারাণী ভুঁইয়া 03-01-92 to 28-02-29	37.1 yrs	ভূগোল	দক্ষিণ বারাসত	বর্তমান
45.	শ্রী সৈকত প্রধান 20-05-96 to 29-02-28	31.9 yrs	পদার্থবিদ্যা	সোনারপুর	বর্তমান
46.	শ্রী বিদেশ সরদার 16-06-96 to 30-09-25	26.3 yrs	শিক্ষাকর্মী	চালতাবেড়িয়া	বর্তমান
47.	শ্রী সেলিম আহমেদ 03-10-2k to 31-05-39	38.7 yrs	করণিক	ধামুয়া	বর্তমান
48.	শ্রী প্রশান্ত কুমার সরদার 01-07-03 to 31-08-35	32.2 yrs	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	মায়াহাউড়ী	বর্তমান
49.	শ্রী রাজেশ খাটুয়া 02-07-03 to 30-04-04	10 m	হিসাবশাস্ত্র	গড়িয়া	প্রাক্তন
50.	শ্রী অভিমন্যু শিকারী 05-07-03 to 30-04-04	9 m	শিক্ষাবিজ্ঞান	কড়ামনুরাজ	প্রাক্তন

"আপনি যদি নিজেকে দুর্বল ভাবেন তবে আপনাকে সবল করার ক্ষমতা কারও নেই, আবার যদি আপনি নিজেকে সবল করার চেষ্টা করেন, তবে আপনাকে দুর্বল ভাবার ক্ষমতা কারও নেই। এখন সিদ্ধান্ত আপনার, হয় নিজেকে দুর্বল ভেবে পরাজয় বরণ করুন, নয়তো সবল হয়ে উঠতে আত্মনিয়োগ করুন।" — বেভারলি সিলস।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
51.	শ্রী তপন কুমার বিজলী 01-07-04 to 07-10-04	3 m	হিসাবশাস্ত্র	সরবেড়িয়া	প্রাক্তন
52.	শ্রী জ্যোতি মিস্ত্রী 01-07-04 to 21-11-13	9.4 yrs	শিক্ষাবিজ্ঞান	বহড়ু	প্রাক্তন
53.	ফিরদৌসী খাতুন 01-02-06 to 30-09-06	8 m	ভূগোল	চাতরা	প্রাক্তন
54.	আব্দুললতিফ হালদার 01-02-06 to 21-03-14	8.1 yrs	ইংরাজী	বারুইপুর	প্রাক্তন
55.	শ্রী গৌতম কুমার হালদার 01-02-06 to 13-02-17	11 yrs.	জীবনবিজ্ঞান	চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
56.	নাজিনা সুলতানা মোল্লা 01-02-06 to 31-08-37	31.7 yrs.	ইতিহাস	কাশীপুর	বর্তমান
57.	শ্রী রুম্পা পুরকাইত 02-02-06 to 31-08-41	35.7 yrs	বাংলা	কাশীপুর	বর্তমান
58.	শ্রী বিনোদকুমার সরদার 03-03-06 to 20-10-08	2.7 yrs.	ভূগোল	দক্ষিণ বারাসত	প্রাক্তন
59.	হাসানুজ্জামান মণ্ডল 03-03-06 to 30-04-40	34.1 yrs	আরবী	রামেশ্বরপুর	বর্তমান
60.	শ্রীমতী পৌলমী পাল 01-04-06 to 30-04-42	36 yrs.	ইংরাজী	ক্যানিং	বর্তমান
61.	শ্রী কৃষ্ণপদ মুর্মু 12-10-07 to 19-12-14	7.2 yrs.	জীবনবিজ্ঞান	পুরুলিয়া	প্রাক্তন
62.	শ্রীমতী মানসী পাল 12-10-07 to 12-10-09	2 yrs.	ইতিহাস	সোনারপুর	প্রাক্তন
63.	শ্রী সুশান্ত শী 01-11-07 to 31-03-43	35.5 yrs.	রসায়ন	পশ্চিমমেদিনীপুর	বর্তমান
64.	শ্রীমতী সোনালী মণ্ডল 23.09.08 to 31-07-45	36.9 yrs	বাংলা	বারুইপুর	বর্তমান

"যত মত, তত পথ" — শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রবাহ ❑ চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল (উ.মা.)

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
65.	শ্রীমতী অনিন্দিতা গাঙ্গুলী 23-09-09 to 31-05-44	34.8 yrs	ইংরাজী	বারুইপুর	বর্তমান
66.	শ্রী প্রদীপ নস্কর 05-10-09 to 30-11-47	38.1 yrs	ভূগোল	৫নং চড়াবিদ্যা	বর্তমান
67.	আফজাল হোসেন মণ্ডল 05-05-10 to 31-03-23	12.10 yrs	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	তিলপি	প্রধান শিক্ষক
68.	শ্রী নিত্যানন্দ ঠাকুর 29-05-10 to 31-07-10	2 m	গণিত	চন্দননগর	প্রাক্তন
69.	শ্রী সুশান্ত সরদার 07-06-10 to 09-08-10	2 m	ভূগোল	অরুননগর	প্রাক্তন
70.	শ্রী বিধান বিশ্বাস 23-08-10 to 29-02-48	37.6 yrs	ইতিহাস	গাংনাপুর, নদীয়া	বর্তমান
71.	শ্রীমতী শ্রাবণী ঘোষ 25-08-10 to 31-07-46	35.11 yrs	ইতিহাস	বাগুইহাটি	বর্তমান
72.	শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র পাইন 29-09-10 to 31-08-45	34.11 yrs	সংস্কৃত	বারুইপুর	বর্তমান
73.	শ্রী বিমান দাস 07-07-11 to 31-05-48	36.10 yrs	গণিত	মথুরাপুর	বর্তমান
74.	শ্রী তাপস মণ্ডল 08-07-11 to 31-07-41	30 yrs.	শারীরশিক্ষা	জামতলা	বর্তমান
75.	সেখ ওলিউল্লা 01-10-11 to 13-06-12	8 m	আরবী	চালতাবেড়িয়া	প্রাক্তন
76.	শ্রীমতী অর্পিতা সরদার 22-11-13 to 30-04-44	30.5 yrs	ভূগোল	বারুইপুর	বর্তমান
77.	সফিকুল আলম মোল্লা 26-11-13 to 30-04-46	32.5 yrs	ইতিহাস	রায়নগর, দ. বারাসত	বর্তমান
78.	শ্রীমতী দেবস্মিতা দাস 27-11-13 to 31-12-44	31.1 m	কর্মশিক্ষা	বেহালা	বর্তমান

"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"— স্বামী বিবেকানন্দ।

ক্র.নং	নাম ও সময়কাল	স্থিতিকাল	বিষয়	বাসস্থান	বিশেষ
79.	শ্রী সুরজিৎ সরকার 03-12-13 to 30-09-37	23.9 yrs	ইংরাজী	বিরাটি	বর্তমান
80.	শ্রী দীপ বসাক 29-04-14 to 31-03-47	32.11 yrs	ইংরাজী	বেলঘরিয়া	বর্তমান
81.	শ্রী দুধকুমার মণ্ডল 01-05-14 to 30-09-37	23.5 yrs	কম্পিউটার	চালতাবেড়িয়া	বর্তমান
82.	শ্রী তরুণ কুমার মণ্ডল 16-12-14to 31-12-31	17 yrs.	রসায়ন	নীমপীঠ	বর্তমান
83.	শ্রী অনুপম সরদার 16-12-14 to 31-07-40	25.7 yrs.	বাংলা	সন্দেশখালি	বর্তমান
84.	শ্রী দেবপ্রসাদ মাইতি 27-02-16 to 31-07-17	1.5 yrs.	সংস্কৃত	নিশ্চিন্তপুর	প্রাক্তন
85.	অলিভিয়া বৈদ্য 21-12-17 to 30.06.19	1.6 yrs.	ভূগোল	সোনারপুর	বর্তমান
86.	কেশমোতুল্লা গোলদার 07-04-18 to 31.05.45	27.7 yrs	করণিক	মথুরাপুর	বর্তমান

"যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নাও।
আর এটা সবসময় মাথায় রেখো, তুমিই
তোমার নিয়তির স্রষ্টা। তোমার যে পরিমাণ
শক্তি প্রয়োজন, সবটা তোমার মধ্যেই রয়েছে।
সুতরাং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরী করে নাও।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

ভূতের জলপান

ইমরান মোল্লা (একাদশ শ্রেণি)

কেউ আমাকে ভূতের বিশ্বাস করাতে পারবে না। বেশীর ভাগ লোক দানব, প্রেতাত্মা আর ডাইনী নিয়ে আষাঢ়ে গল্প বুনে চলে। যা আমি নিজের চোখে দেখিনি, তা আমি কখনও বিশ্বাস করি না।

একবার আমি ঘরে একা ছিলাম। আমার বাবা-মা মামার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করে শুতে গেলাম। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমি খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন হলাম। আমি চিৎকার করে বললাম, 'কে ওখানে?' কেউ জবাব দিল না। তারপর থালা-বাসনের অদ্ভূত ঝনঝনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এতে আমি সামান্য ভয় পেলাম।

আমি দরজা খুললাম। দেখলাম, আমার দাদুর পুরানো বন্ধু মি. কালিচরণ দাসকে। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম। বহু বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই আমি সত্যিই খুব আনন্দিত ছিলাম। তিনি খুব নীচু গলায় বললেন, 'অনেক দূর থেকে আসছি। আমি এত ক্লান্ত যে এক গ্লাস জল ছাড়া কথা বলতে পারছি না।' পরবর্তী আধ ঘন্টা ধরে তিনি আমার বাবা-মা এবং দাদুর স্মৃতিচারণ করলেন। তখন ঘড়িতে বাজে রাত সাড়ে ১১টা। তিনি আমাকে সংক্ষেপে বললেন, 'কয়েকজন আমার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করে আছেন।' এই কথা বলে তিনি উঠে পড়লেন এবং বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন আমার বাবা-মা মামার বাড়ি থেকে চলে এলেন এবং আমি আনন্দে মাকে আমার দাদুর পুরোনো বন্ধু কালিচরণ দাসের আসার কথা বললাম। যেই মা আমার কথাগুলো শুনলেন, তখনই তিনি চমকে গেলেন, আর আমার বাবা হতবাক হয়ে গেলেন এবং সোফার ওপরে বসে পড়লেন। আমি সমস্যায়পড়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমার বাবা বললেন, 'কালিচরণ দাস পাঁচ বছর আগে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।' সেই কারণেই কেউ আমাকে এই বেদনাদায়ক সত্য কথাটা খুলে বলেনি। আমি অবাক হলাম এবং মনে মনে নিজেকে বললাম, 'কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!'

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ হইতে হবে'- এই যার পণ।"

— কুসুমকুমারী দাশ / আদর্শ ছেলে।

বনভোজনের অভিজ্ঞতা

রিথীয়ান মোল্লা, ষষ্ঠ শ্রেণি, ক্রমিক ১

দিনটা ছিল রবিবার। সালটা ছিল ১৯১৭। মা সকাল বেলায় উঠে আমাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে বললেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, আমরা নাকি বনভোজনে যাব। শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমার মা আমাদের বিদ্যালয়েই শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বছরে একবার কোথাও না কোথাও বনভোজনে যান। এবারেও তাঁরা আগে থেকেই এই দিনটা ঠিক করে রেখেছিলেন। এবারে বনভোজনের জায়গাটা ছিল 'কেল্লা'। 'কেল্লা' হলো সুন্দরবনের বনময় পরিবেশ ঘেরা একটা বিচিত্র সুন্দর জায়গা। আমরা সকালে ৯টার সময় বিদ্যালয়ের সামনে থেকে গাড়িতে উঠলাম এবং পৌঁছালাম ১১টায়। সেখানে পৌঁছেই সবুজবনে, ওপাশে পিয়ালী নদীর সুমিষ্ট বাতাসে আমাদের মনটা তরতাজা হয়ে গেল। শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই মিলে রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে কাঠ ভেঙে আনলাম। আমাদের সঙ্গে একজন রাঁধুনি গিয়েছিলেন। তিনি রান্না করতে লাগলেন। ততক্ষণে একটু আমরা বনের মধ্যে ঘুরে এলাম। তারপর আমরা নৌকা করে পিয়ালি নদীর বুকে ভেসে বেড়ালাম। বেলা ২টোর সময় আমাদের খাবার প্রস্তুত হল। খাবারের তালিকাটা ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। সাদা ভাত, ডাল, আলুর চিপ্‌স্‌, ভেটকির কালিয়া, মোচাচিংড়ি মাছ, খাসির মাংস, চাট্‌নি, দই, মিষ্টি ও আইসক্রীম। কেক ছিল সকালের খাদ্যের তালিকায়। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই এক জায়গায় বসে কেউ গান করলেন, কেউ বা আবৃত্তি করলেন। আমাদের বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষক মহাশয় সুরজিৎ বাবু এই বনভোজনকে নিয়ে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নাম উল্লেখ করে একটা অপূর্ব সুন্দর সুমিষ্ট কবিতা লিখে পড়ে শোনালেন। সন্ধ্যা ৫টার সময় অনেক আনন্দ উপভোগের পর বাড়ির উদ্দেশ্যে আবার রওনা দিলাম। এই বনভোজনটা আমার কাছে চির স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

ভালোবাসার কাহিনী

মোখলেছা মোল্যা, নবম শ্রেণি, ক্রমিক নং ৯০

আমি একজনকে ভালোবাসি, সেও আমাকে ভালোবাসে। সে প্রতিদিন আমার সাথে দেখা করতে আসে। আমি তাকে বারণ করতাম, সে শুনতো না; তবুও সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। একদিন রাতে পড়তে বসেছি। তখন সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমার মা তাকে দেখতে পেল। আমার মা আমাকে খুব বকা দিল। তবুও সে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বলো তো, আমি কাকে ভালোবাসি? উত্তর - ঘুম।

"যারা তোমাকে ছোট স্বপ্ন দেখায়, তোমার লক্ষ্য নিয়ে হাসি-ঠাট্টা কর, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করো, কারণ তারা নিজেরাই ছোট স্বপ্ন দেখে, ফলে তারা বড় হবার কথা ভাবতেও পারে না।" — মার্ক টয়েন।

চিঠি

নির্মল চন্দ্র মণ্ডল, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ১৯৯৭)

(অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে নিয়ে কাঁচা হাতে কয়েক কলম।)

শ্রদ্ধেয় 'মেজদিদি',

আজ ক্লাসে 'পণ্ডিতমশাই', 'বিন্দুর ছেলে' সম্বন্ধে পড়ালেন। 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ' ও এসেছিল। 'স্বামী'র 'আলো আধারে' তোমার কেমন কাটছে? শুনলাম 'বামুনের মেয়ে', 'বিলাসী'র 'মামলার ফল' এখনও প্রতিকূলে, তোমার 'লালু'টা নাকি খুব দুষ্ট হয়েছে?

জানো তো 'শুভদা'র, 'গৃহদাহ' হয়ে গেল। 'রমা' দিদি 'মহেশ'টার তো এখন বেহাল অবস্থা, 'দেবদাস' তার 'চরিত্রহীন' আখ্যান থেকে 'নিষ্কৃতি' পেল না। তোমাদের 'পল্লীসমাজ'-এ 'বিরাজবৌ' ও 'দেনাপাওনা'-র হাত থেকে রেহাই পায়নি। 'বিপ্রদাস'-এর 'দর্পচূর্ণ' হয়েছে জেনে আনন্দ পেলাম। যাক তাহলে 'রামের সুমতি' শেষ পর্যন্ত হয়েছে। তোমার 'সব্যসাচী', 'পথের দাবী' মেনে নিয়েছে শুনে ভালো লাগছে। এদিন 'হরিহরণ'-এর সহিত দেখা হল। ওর 'বাল্যস্মৃতি'র সেই 'তরুণের বিদ্রোহ'-এর কাহিনী বলল, 'দত্তা'কে বলো ও 'ছবি'টা পাঠাতে। আমি ওর 'আলোছায়া'-তে ওর 'পরিণীতা' হয়ে রইলাম। 'দেওঘরের স্মৃতি' আজও আমার 'স্মৃতিকথা'-র ক্যানভাসে জাজ্জ্বল্যমান।

তোমার কাছে আমার 'শেষ প্রশ্ন' তোমার 'নববিধান'-এ 'ষোড়শী'কে আর কতদিন 'অরক্ষণীয়া' করে রাখবে? ও ভালো কথা 'বড়দিদি'কে এই 'বিজয়া'তে অবশ্যই আসতে বলো কিন্তু।

ইতি —

তোমার 'শ্রীকান্ত'।

" বিদ্যা দদাতি বিনযং বিনযাদযাতি পাত্রনাম।

পাত্রত্বাদ ধনমামোতি ধনদ্ধর্মং ততঃ সুখম।।" (অর্থ - বিদ্যা বিনয়গুণ উৎপন্ন করে। বিনয় থাকলে যোগ্যপাত্র বলে পরিগণিত হয়। যোগ্যতা লাভ করলে ধন উপার্জিত হয়, ধন হতে ধর্ম ও ধর্ম হতে সুখ উৎপন্ন হয়ে থাকে।) — বিষ্ণুশর্মা

প্রতিদান

উসমান মোল্যা, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ১৯৯৯)

পৌষ মাস। বাংলার ঘরে ঘরে নবীন সোনালী ধান ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কৃষক থেকে শুরু করে জোতদার মহাজন প্রত্যেকের মুখে হাসির ফোয়ারা। কাশীপুর গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বাড়ি। বাড়িটি মাটির তৈরী হলেও বেশ সাজানো গোছানো। যদিও এর পুরোভাগ কৃতিত্ব প্রাপ্য সাবিত্রী দেবীর। পরিবার বৃত্তের পাঁচ সদস্যকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কোনভাবে দিনযাপন করে। মৃত্যুঞ্জয় একজন দিনমজুর। দিনমজুরের সাথে সাথে কলকাতা শহর থেকে বিভিন্ন পসরা কিনে তিনি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতেন। বড়ো দুই মেয়েকে বিয়ে দিতে তাঁর যেটুকু সম্বল ছিল তার চোদ্দ আনাই শেষ করে ফেলেছে। তার ছোটো মেয়ে জয়ী বিদ্যা বুদ্ধিতে অন্যদের থেকে একটু এগিয়ে। তাই মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করল যে, যেমন করেই হোক মেয়েকে সে অনেক দূর পর্যন্ত পড়াবে। তাঁর মৃত্যুর পর জয়ীর মধ্য দিয়ে সে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে।

জয়ীর এখন বয়স ১১ বছর। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সে বাবার কাছে বায়না করল যে, সে বাবার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। প্রথমত আপত্তি করার পরেও শেষটা মেয়েকে সঙ্গে নিতে মৃত্যুঞ্জয় রাজি হল। পরের দিন ভোর ভোর উঠে তারা শহরের পথে রওনা দিল। এই প্রথম জয়ীর কলকাতা দর্শন। শহরের বিভিন্ন যানবাহন, ঘরবাড়ি, দোকানপাটের দিকে অঙ্গুলি করে কোন্টা কি সে বিষয়ে জানতে বাবাকে সে অস্থির করে তোলে। বাবাও হাসিমুখে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। তারা পথ চলতে চলতে একটি বড়ো শপিংমলের কাছে উপস্থিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বাহারি পোষাক মলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছিল। তার মধ্যে একটি লাল টুকটুকে জামা সবকটাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। জামাটি ঠিক জয়ীর বয়সী মেয়েদের। জয়ী বাবাকে ওই জামাটা দেখিয়ে বলল, 'কি সুন্দর জামাটা তাই না বাবা?' বাবা সস্নেহে কন্যাকে জিজ্ঞেস করল, 'জামাটা তোর পছন্দ হয়েছে?' কন্যা বলল, 'না বাবা, আমরা যে গরিব! ভালো জামা পছন্দ করতে নেই।' মেয়ের কথা শুনে বাবার চোখে জল এল। মনে মনে সে বলল, 'সেভাবেই হোক আমি তোকে ওই জামাটিই কিনে দেব।' এরপর বাপ-বেটিতে তাদের শহরের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফিরে এল। কয়েকদিন পর সন্ধ্যাবেলায় বাবা মেয়েকে কাছে ডেকে চোখ বন্ধ করতে বলল। চোখ খোলার পর সে দেখল তার বাবা শহরে দেখা সেই জামাটি কিনে এনেছে। আনন্দে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। চুম্বনে চুম্বনে সে বাবার মুখটি ভরিয়ে তুলল। রাত্রে সাবিত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'এত দামের জামা তুমি কিভাবে কিনলে।' মৃত্যুঞ্জয় ফিসফিস করে স্ত্রীকে বলল, 'মেয়ের সাধ পূরণ করতে কয়েক বোতল রক্ত বিক্রি করেছি মাত্র।' সাবিত্রীদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুন নয়নে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

সালটা ছিল ২০১৭। জয়ীর এখন বয়স ১৮। কয়েক দিন পূর্বে জয়ীর রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ডাক্তারি পড়তে যে অনেক টাকার দরকার। তাহলে কি তার পড়া এখানেই

"যে মানুষ লোভ সামলাতে পারে সেই ধন্য,
কেন না শেষ বিচারে সেই জীবনের মুকুট লাভ করে।" — New Testament.

শেষ? বাবা এতদিন তাকে কিভাবে তার পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছে তা তারই ভগবান জানেন। সকালেবেলা ঘুম থেকে উঠে বাবা কন্যাকে বলল, 'কিরে জয়ী, কাল তোর কলেজে ভর্তি না?' কিছু ভাবিস না, টাকার ব্যবস্থা সব করে ফেলেছি।' বাবার কথা শুনে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা এত টাকা তুমি কোথায় পেলে? বাবা শুষ্ক হাসি হেসে কেবল বলল, 'ওসব তোকে ভাবতে হবে না। তোকে যে মস্ত বড়ো ডাক্তার হতে হবে। সেদিনই তোকে দেওয়া আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিদান হবে।' একথা বলে মৃত্যুঞ্জয় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বুকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুঞ্জয় বুকে একটা ব্যথা অনুভব করল।

মেয়ের ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার আগের দিন মৃত্যুঞ্জয়-বাড়ি যেন লোকের মেলা। মৃত্যুঞ্জয় কন্যার কল্যাণে গ্রায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। এসব ঝামেলা মেটাতে অনেক রাত হয়ে গেল। সকালে উঠতে হবে বলে সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেল। ধীরে ধীরে সারাদিনের মুখরিত পরিবেশ শান্ত ও শীতল হয়ে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত জয়ীর ঘুম এল না। বিভিন্ন প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে উথাল-পাতাল করছিল। সে আলতো করে মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিল। জানালা খুলতেই একটা দমকা হাওয়া যেন তাকে এলোমেলো করে দেবার চেষ্টা করল। তার মনে হল আজ যেন তার একটু শীত করছে। সে কাউকে বিরক্ত না করে নিজেই বাবার বাক্সটা বের করে আনল একটা কম্বল নেওয়ার জন্য। সে কম্বল তুলতেই একখানি টুকরো কাগজ হাতে পেল। এটা পড়তেই জয়ী তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে পড়ে গেল কাগজের টুকরোটি। তার মাথা ঘুরতে থাকল, সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। সে সমস্ত বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। বাবা কেবলমাত্র তাকে ভালো রাখবার জন্য নিজের কিডনি বেচে দিল। টলতে টলতে জয়ী নিজের ঘরে গেল। দরজাটা অর্ধভেজানো অবস্থায় শুয়ে পড়ল এবং মনে মনে ভাবলো - বাবাকে সে এমন ভাবে বলবে, যাতে তিনি আর কোনদিন এমন কাজ করবেন না। তদুপরি বাবার চিকিৎসার খরচও সে অবশ্যই জোগাবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জয়ী বাবার ঘরে গিয়ে বাবাকে বললো — 'বাবা, আমি ডাক্তারী পড়ব না।' তার বাবা শুনে তাকে সাংঘাতিক বকতে শুরু করলে জয়ী বললো — 'তোমার কিডনি বেচা টাকায় আমি কেন পড়বো? এ কথাশুনে তার বাবা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন - 'এমন কথা জেনে গেলি, এখন আমি কি করবো? তুই যে আমার আদরের ধন, তোর জন্যই আমি সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, আমি বুড়ো মানুষ, আমি আর ক'দিন বাঁচবো?' জয়ী বাবাকে বললো — 'তুমি অনেক দিন বাঁচবে। তোমার চিকিৎসার সব খরচ আমি জোগাবো।' এ কথায় তার বাবা-মা খুশী হলেন, তার বাবা সজল চোখে বললেন — 'মারে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি আর কোনোদিন এমন কাজ করবো না।' জয়ী বাবাকে জড়িয়ে ধরলো — ভালোবাসার এমন নিদর্শন আর কোথায় আছে?

"আনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায় — এই তিনটি জিনিস থাকলে যে কোন সৎ আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়; এই হল সিদ্ধিলাভের রহস্য।" — বিবেকানন্দ।

গ্রহের ফের

সুদীপ্ত শেখর পাল, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ১৯৯১)

আমরা ছোটবেলায় পড়েছি ন-য়ে নবগ্রহ। পরবর্তীকালে জেনেছি যে, আমরা পৃথিবী নামক গ্রহে বাস করি। এই দুটি তথ্য আলাদা ভাবে সত্য হলেও আলাদা ভাবে সত্য নয়। এর কারণ 'গ্রহ' নিজেই, অর্থাৎ 'গ্রহ' শব্দটির ব্যবহার এর জন্য দায়ী।

অতি প্রাচীনকালের কিছু চিন্তাশীল মানুষ তাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। চাঁদে এবং সূর্যে মাঝে মাঝে যে গ্রহণ লাগে তা তাঁরা জানতেন, কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যা তাঁরা জানতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন না যে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য ছাড়া গ্রহণ ব্যাখ্যা করা, গ্রহণকাল নির্ণয় করা সেই সঙ্গে গ্রহণের আগাম খবর দেওয়া যে কী রকম কষ্টকর, তা সহজেই অনুমেয়। যে ভাবেই হোক, তাঁরা গ্রহণের জন্য দায়ী কতকগুলি জ্যোতিষ্ক চিহ্নিত করেছিলেন। যেহেতু তারা গ্রহণ সংঘটনে অংশ নেয়, তাই তাদেরকে বলা হত গ্রহ। 'গ্রহ' কথাটির আর একটি অর্থ গ্রাস করা। এদের সংখ্যা নয়টি। যথা - রবি (সূর্য), চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। এদের মধ্যে রাহু ও কেতুর বাস্তব অস্তিত্ব না থাকায় এদেরকে ছায়াগ্রহ বলা হত। চন্দ্রের কক্ষতল ও পৃথিবীর কক্ষতল যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে, তাদের বলা হয় রাহু ও কেতু। ফলিত জ্যোতিষ মতে এই গ্রহগুলি মানুষের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'জ্যোতিষশাস্ত্র'। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস থেকে বহুদূরে অবস্থান জ্যোতির্বিজ্ঞানের। তবুও বলব, আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর জ্যোতির্বিজ্ঞান নানা কারণে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের কাছে ঋণী।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনকালের চিন্তাবিদ্‌গণ পৃথিবীকে গ্রহ হিসাবে ধরেন নি। কালের নিয়মে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এগিয়ে চলল পরস্পরকে সঙ্গে নিয়ে। অধিকাংশ দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য এবং তারকামণ্ডলী ঘুরে বেড়ায়। এমনকি অ্যারিস্টটলও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকেই কেউ কেউ মনে করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু কেউ জোরালো প্রমাণ উত্থাপন করতে পারেননি।

জোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার শুরু হয় খ্রিস্ট জন্মের প্রায় পনেরোশ বছর পর। কোপার্নিকাশ বললেন, সূর্যের চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে। বলা যায়, এই সময় থেকেই গ্রহের সংজ্ঞা গেল বদলে। ধরা হল সূর্যের চারদিকে যারা ঘোরে তাদের বলা হবে গ্রহ। প্রাচীনকালের কিছু গ্রহ, নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ ধরে মোট সংখ্যা সেই নয়-ই রইল। এরা হল — বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। ইংরাজীতে এদেরকে Planet বলা হয়। তাই নবগ্রহের 'গ্রহ' আর Planet শব্দ সমার্থক নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের 'গ্রহ' যেমন আধুনিক গ্রহদের সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ Planet শব্দটিও। Planet শব্দটির অর্থ 'সচল জ্যোতিষ্ক' বলা যায়।

"উৎসবের ভোজে যোগদান করার চেয়ে যে বাড়ীতে মৃত্যুর ক্রন্দন ধ্বনি উঠছে সেখানে যাওয়াই ভালো।

— Old Testament.

এমনিভাবে বেশ চলছিল। সমস্যা তৈরী হল ২০০৩ সালে একটি নতুন বস্তু 'জেনা' (Xena) -র আবিষ্কারের ফলে। 'জেনা'র ব্যাস প্লুটোর ব্যাসের প্রায় দেড়গুণ। তাই 'জেনা'র আবিষ্কর্তারা দাবী তুললেন প্লুটোকে যদি গ্রহ বলা যেতে পারে, তবে 'জেনা'কেও দিতে হবে দশম গ্রহের মর্যাদা। আবার প্রায় একমাস পরে আবিষ্কৃত হল আর একটি নতুন জ্যোতিষ্ক 'সেডনা'। এর ব্যাস প্লুতো থেকে সামান্য কম। এছাড়া নাম না দেওয়া বা শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে সংখ্যা দিয়ে নাম দেওয়া সূর্যের চারিদিকে ঘোরা ছোট-বড় নানা মাপের বস্তু রয়েছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। আবার প্লুটোর কাছাকাছি অসংখ্য ছোট-বড় বস্তু রয়েছে যারা সূর্য পরিক্রমা করে। এদের এক সঙ্গে বলা হয় 'কুইপার বেল্টবস্তু' (Kuiper belt object-KBO) । এর ফলে সঠিক গ্রহের সংখ্যা নির্ণয়ে সমস্যা আরো জোরদার হল। সমস্যা কতকটা অনুষ্ঠান বাড়িতে গৃহকর্তার নিমন্ত্রণ তালিকা তৈরীর মত। তৈরীর মত। কোনো এক আত্মীয়কে নতুন করে তালিকায় স্থান দিলে সমপর্যায়ের আরও আত্মীয়দের কথা মনে পড়ে। এমনি ভাবে তালিকা দীর্ঘ হয়। তাই, গ্রহের তালিকা তৈরী করতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক সভা ডাকলেন। প্রথমেই ঠিক করা হল 'গ্রহ' কাকে বলা হবে। সর্ব সম্মতি ক্রমে যা সিদ্ধান্ত করা হল তা এই রকম —

ক) সূর্যের চারদিকে পাক খেতে হবে।

খ) অভিকর্ষ বল যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে। এবং

গ) ঐ জ্যোতিষ্কের কক্ষপত অন্য কোন জ্যোতিষ্কের কক্ষপথকে ছেদ করবে না।

প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করতে পারলেও শেষ শর্তটি প্লুটো পূরণ করতে পারল না। কারণ সূর্য পরিক্রমাকালে প্লুটো বেশ কিছু সময় নেপচুনের থেকেও কাছে চলে আসে। তাই প্লুটো ছিটকে গেল গ্রহের তালিকা। থেকে সে হয়ে গেল বামন গ্রহ।

গ্রহের সংখ্যা হল আট। তবে আট-এ অষ্টগ্রহ বলার কোনো কারণ নেই। নয়-এ নবগ্রহ স্বমহিমায় বিরাজ থাক। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনন্য পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিপূর্ণ কল্পনা শক্তির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

সাফল্যের তিনটি শর্ত —

"— অন্যের থেকে বেশী জানুন।
— অন্যের থেকে বেশী কাজ করুন।
— অন্যের থেকে কম আশা করুন।"

— উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।

স্মৃতির অন্তরালে

মাহাফুজুর রহমান, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ১৯৯৪)

বয়স ১৬ ছুঁই ছুঁই। সালটা ১৯৯৩। অঙ্কের হিসাবে ২৫ বছর তো বটেই। গোডাবর গ্রাম থেকে আমি একটি মাত্র ছাত্র প্রায় ৫ কিমি. পথ পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি গ্রামগঞ্জে এখন যেভাবে বিস্তারলাভ করেছে, তখনও কিন্তু এর কানাকড়িও ছিল না। খুব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের ছাত্রজীবন কেটেছিল। স্কুলের সামনে কেবল একটা মাঠ ছিল। ছিল না চারপাশে কোনো বাউণ্ডারি। উত্তর-পূর্বে মাঠের এক প্রান্তে একটা ভগ্নদশা স্বাস্থকেন্দ্র ছিল। সেটা কিনা, এ্যান্টিসোশ্যালদের অবাধ ও নিরাপদ আশ্রয়। পূর্বদিকে ছিল একটা বিশাল জলাশয়। যার চারদিকে ছিল সারি সারি কলাগাছ। স্কুলের উত্তর পশ্চিমে ছিল একটা ছাত্রাবাস। যে ছাত্রাবাসে তৎকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষক শ্রী সত্যব্রত দাস মহাশয় ছাত্রদের সাথে অবসর পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। তিনি স্কুলের মজবুত ভিত গড়েছিলেন। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি বর্তমানে জীবিতও আছেন। বর্তমানে থাকেন নরেন্দ্রপুরে। আমি কামনা করি, তিনি আরো দীর্ঘজীবী হোন।

স্কুলে তৎকালীন সময়ে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বর্তমান সময়ে অনেকেই নেই, আবার কেউ কেউ আছেন। তাঁদের সৌজন্যে আমরা কলেজ ও ইউনিভার্সিটির চৌকাঠ পার হতে পেরেছি। সেই সকল নাম কিছু কিছু মনে পড়ছে — সিরাজ স্যার, অশোক স্যার, পবিত্র স্যার, সুমিত স্যার, বড়দি, ইভাদি, জগদীশ স্যার, আরো অনেকে। স্কুলে এই স্টাফ ছিল একটা পরিবারতন্ত্রের মতো। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যেমন শাসন ছিল, তার অধিক ভালোবাসাও ছিল। সেই আদর্শের কথা আজও মনে পড়ে। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। কর্মশিক্ষার ক্লাস। সেদিন ছিল সাবার তৈরী। সুমিত স্যার বল্লেন — 'দ্যাখ, আমি তো তোদের ইতিপূর্বে কয়েকবার সাবান তৈরী শিখিয়েছি, আজ আর আমি যাব না। তোদের ফরমুলাটা দিয়ে দিচ্ছি, তোরা নিজেরাই চেষ্টা কর। অবশ্যই পারবি।' আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ সমস্ত ব্যাপারটা তো অ্যাসিড ও কেমিক্যাল। তবুও সবাই সাহস করে এগিয়ে গেলাম। সাবান তৈরীর কাজ শুরু করলাম। কিন্তু কেমিক্যাল কোন্টার পর কোন্টা দিতে হবে, তা যথাযথ প্রয়োগ না করার ফলে কড়াতে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমরা সবাই লাফ দিয়ে পালিয়ে দূরে চলে গেলাম। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। স্যার ছুটে এসে বালতি করে জল নিয়ে ঢেলে দিলেন। আগুন নিভে গেল। আমরা ভাবলাম, স্যার আমাদের বকাবকি করবেন। কিন্তু আমাদের দিকে মুচকি হেসে বললেন, কিরে, এখনো তোরা শিখতে পারলি না? কি সেই আদর্শ! অবাক হয়েগেলাম।

২০১৮ সাল, জানুয়ারি মাস, ২৭ তারিখ, শনিবার, বেলা ১টা ৪০ মিনিট, ট্রেন ধরার জন্য গোচরণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখি সেই প্রাণপুরুষ হৃদয়ের মানুষ, মনের মানুষ, অভিভাবক বললে ভুল হবে না — পরণে ছিল শরৎচন্দ্রের মতো কোঁচানো ধূতি, পাঞ্জাবীটা ছিল শরৎচন্দ্রের থেকে কোনো অংশে কম নয়। কাঁধে ছিল একটা কাপড়ের সাইড ব্যাগ। পায়ে ছিল চপ্পল, মাথায় ছিল শরৎচন্দ্রের মতো হালকা কোঁকড়ানো চুল। হাতে ছিল একখানা বই, সেটাও ছিল বুকের মাঝে। একদম নিপাট ভদ্র মানুষ। কে সেই মানুষটা? থাক্না এখন পরিচয়টা না হয় পরে দেওয়া হবে। আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, 'মাহাফুজুর, কেমন আছো?' আমি অবাক

"শিক্ষা মানুষের শোষণমুক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।" — বাবাসাহেব

দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমার মুখে কোনো কথা আসছে না। দু-চোখ জলে ভরে গেল। বললাম — 'স্যার, ভালো আছেন?' উনি মুচকি হেসে বললেন — 'আমি খুব ভালো আছি।' কিন্তু তুমি কেমন আছো?' বললাম - 'ভালো আছি স্যার। শত শত ছাত্রছাত্রীর মাঝে ২৫ বছর পরও আমার নামটা মনে রেখেছেন?' তারপর ট্রেন এল। আমি আর স্যার ট্রেনে উঠলাম। ভিড়ের মধ্যে স্যার আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। স্যার বল্লেন - 'আমার নাম মনে আছে তো?' আমি আর দেরি না করে মুখের ওপর অকপটে নামটা বলে দিলাম। উনি মাথা নেড়ে মুচ্‌কি হেসে বল্লেন — 'একদম ঠিক'। বললাম —'আপনার নামটা মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। কখনো ভুলবো না।' উনি নামবেন সোনারপুর, আর আমি বারুইপুর। অনেক কথা হলো। বারুইপুরে নামলাম। কিন্তু স্যারের জন্য মনটা কেমন হয়ে উঠলো। মনের মানুষ তো হৃদয় জুড়ে আছে। স্মৃতি নিয়ে তো বাঁচা যায়। আবার হয়তো কোনো একদিন দেখা হয়ে যাবে।

কে সেই স্যার? থাক্‌না এখন পরিচয়টা। একদিন ক্লাস টেন-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মনদীর মাঝি' পড়াচ্ছিলেন। পড়ানোর যে ভঙ্গিমা, ব্যাখ্যা করে বোঝানোর যে ক্ষমতা আজও ভুলতে পারি না। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল — স্যারকে নিয়ে পদ্মার বুকে ছোট্ট একটা ডিঙিতে বসে আছি। স্যারের সেই ব্যাখ্যা বাস্তব সমাজ জীবনকে যে ভাবে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিলেন, তা কখনো ভুলতে পারি না। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য! একি কখনো ভুলে যাওয়ার? তিনি পড়াতে পড়াতে বলেও ছিলেন — দ্যাখ্ এই লেখকের উপন্যাস - 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এম.এ. ক্লাসেও পড়ানো হয়। এসব যেন বাস্তব চোখে ভাসছে। সেই কবেকার ঘটনা। আজও মনে আছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিলরাম। ট্রেনের জার্নিতে শরীরটা খুব ক্লান্ত। বাবাকে সারাদিনের সমস্ত ঘটনা বললাম। শুনে বল্লেন — 'অবশ্যই একটা কিছু লেখ। আমি এখন ডাক্তার। তবু লিখতে হবেই আমাকে। উনি ট্রেনের মধ্যে বলেছেন — 'মাহাফুজুর, আমি জুনে রিটায়ার্ড হয়ে যাব। তাই তার আগে আমাদের অদম্য প্রচেষ্টায় ও ত্যাগে ৯৪ বছর বয়সের বিদ্যালয়ের নানা আলোর পাশে আরো একটা আলো জ্বলে উঠতে চলেছে। আলোটা হল — 'বিদ্যালয় পত্রিকা' প্রকাশ হতে চলেছে বর্তমান ও অতীতদের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায়। তুমি যদি একটা লেখা জমা দাও, আমি খুব খুশী হব।' কর্তৃপক্ষের কাছে বিনম্র - আন্তরিক প্রার্থনা ও আশা — এই সৃজনশীলতার আলো নিয়মিত প্রজ্জ্বলিত করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন। বাবা বলেছিলেন — 'লেখাটা জমা দেওয়ার আগে আমাকে দেখিয়ে নিস। বাবার কথামত কাজ করলাম। বাবা পড়লেন এবং বল্লেন — 'সমস্ত ঘটনা তো জীবন্ত বাস্তব। আচ্ছা তুই কোন্ স্যারের কথা বলছিস্ বলতো? আমি ধীরে ধীরে বললাম — 'আমার প্রিয় শিক্ষক মাননীয় পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের নামটা তাঁর প্রচেষ্টা ও ত্যাগের সাফল্যের পর তোমাকে বলব, বাবা। 'সব্যসাচী'র মত সমান দুহাত প্রসারিত রেখে শাসন আর সোহাগের পরশে নিরলস প্রয়াসে আটাশ বছর ধরে বিভিন্ন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে চলেছেন তিনি ছাত্রছাত্রীদের। বাবা শুনে বললেন —'আসলে জানিস তো, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে থাকে অসাধারণ ঐক্য ও ব্যক্তিত্ব। তাঁরা বহুগুণের অধিকারী। এখনো তো 'শ্রী'র রূপ পরিবর্তন হচ্ছে।' কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখের পলকে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

''অবসর-দৈন্যে, অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন, মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের উর্দ্ধে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তে।''

— শিক্ষার বিকিরণ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শব্দতরঙ্গ

খুশীলাল চক্রবর্তী, সহ-শিক্ষক (সংস্কৃত-বাংলা)

শব্দছক - ১

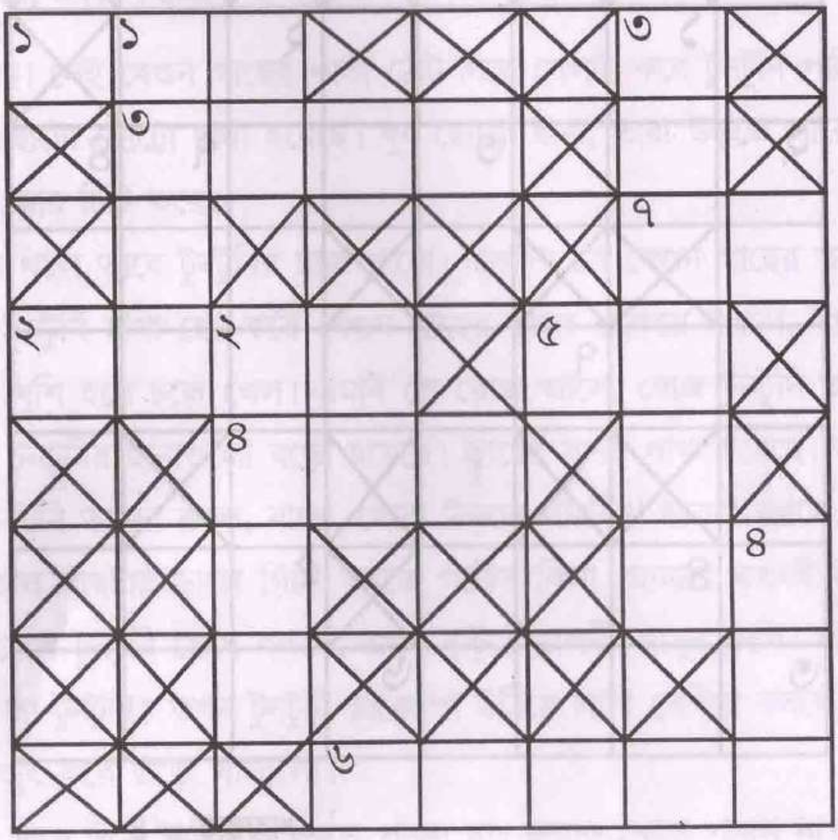

সূত্র - ১

ক) উপর-নীচ ঃ

১। মহাকাব্যের নাম

২। সাহিত্যিকের নাম

৩। দর্শনশাস্ত্র

৪। পৌরাণিক চরিত্র

খ) পাশাপাশি ঃ

১। ধর্মগ্রন্থ

২। গদ্যকাব্য রচয়িতা

৩। পুরাণের নাম

৪। অলঙ্কারের নাম

৫। প্রাচীন গ্রন্থ

৬। চিকিৎসা শাস্ত্রের নাম

৭। ইন্দ্রিয়ের নাম

শব্দছক - ২

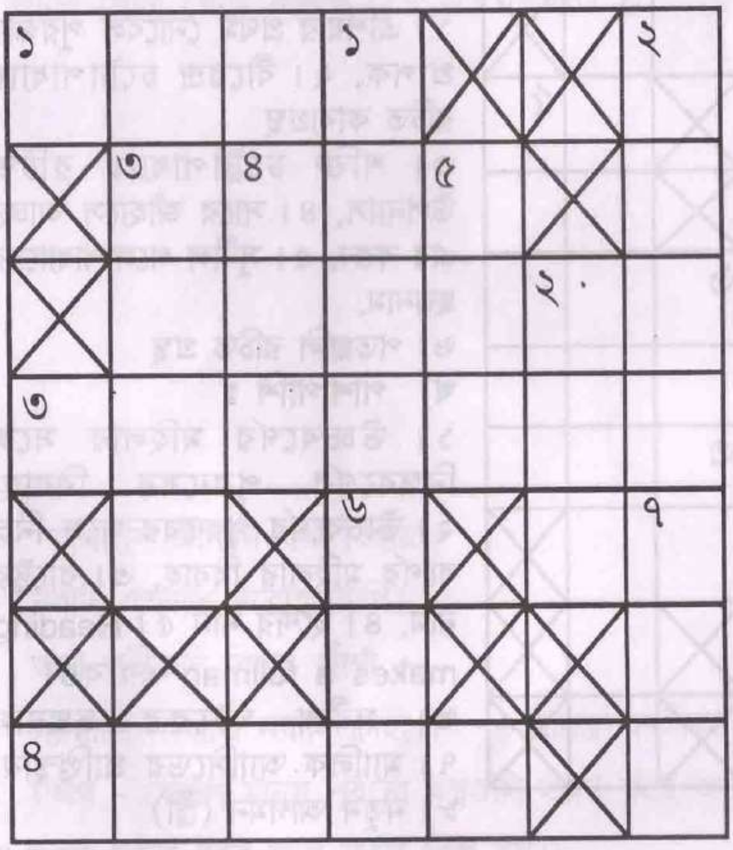

সূত্র - ২

ক) উপর-নীচ ঃ

১। বাদ্যযন্ত্রের নাম, ২। মুনির নাম

৩। কবির নাম, ৪। শুভ দিনের নাম

৫। কবির উপাধি, ৬। প্রাচীন গ্রন্থ

৭। জগদীশের অপর নাম।

খ) পাশাপাশি ঃ

১। পুরাণের নাম

২। দেবতার প্রতিশব্দ

৩। পুরাণের নাম

৪। সংস্কৃত নাট্যকার।

শব্দছক - ৩

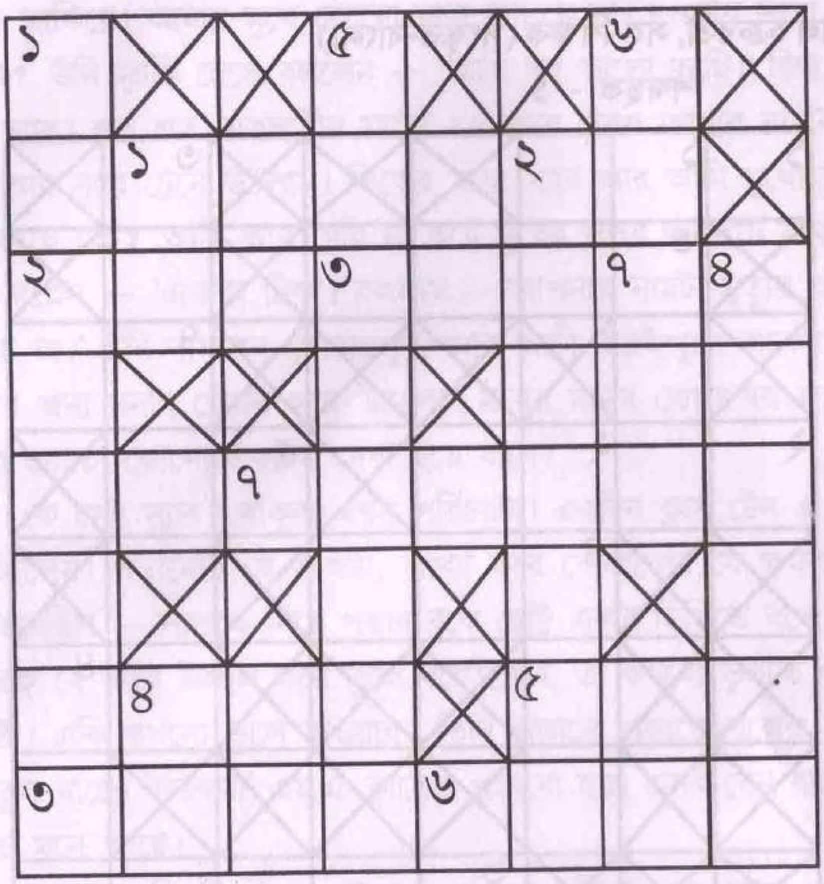

সূত্র - ৩

ক) উপর-নীচ ঃ

১। মূলশঙ্কর-এর অপর নাম

২। চলচ্চিত্র নায়ক

৩। সাহিত্যসম্রাট রচিত গ্রন্থ

৪। পাকিস্তানের রাজধানী

৫। বড়ভাই ৬। যা বলা হয়

৭। নতুন চাঁদ

খ) পাশাপাশি ঃ

১। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় রদ, ২। পলাশীর যুদ্ধ সাহিত্যের রচয়িতা, ৩। জৈন ধর্মের প্রবর্তকদের পরিচয় ৪। সবচেয়ে দ্রুতগামী জলচর জন্তু ৫। প্রশংসা ৬। ভাষান্তর ৭। শেষ নেই যার।

শব্দছক - ৪

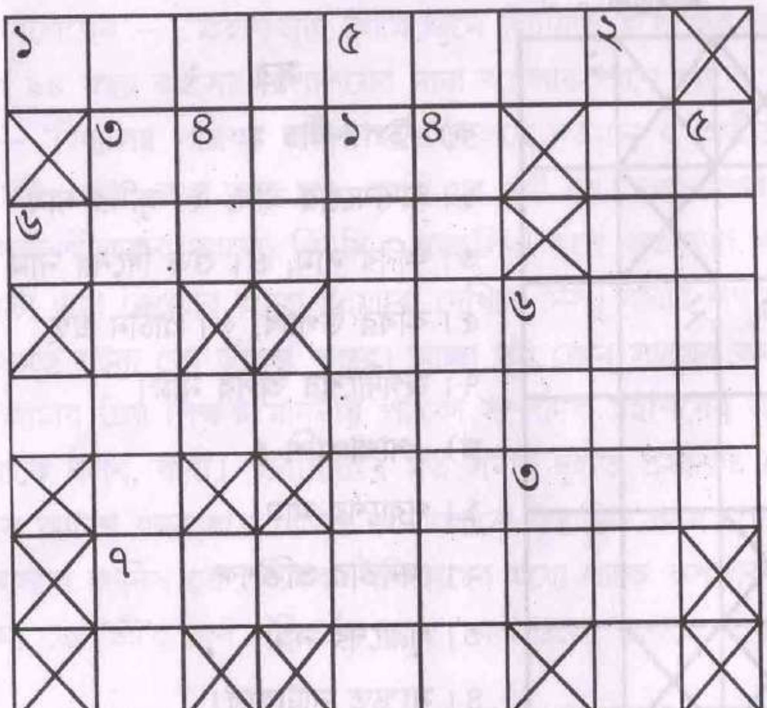

সূত্র - ৪

ক) উপর-নীচ ঃ

১। এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপক, ২। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কাব্যগ্রন্থ

৩। শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস, ৪। সারে জাঁহাসে আচ্ছা এর বক্তা, ৫। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম,

৬। পতঞ্জলি রচিত গ্রন্থ

খ) পাশাপাশি ঃ

১। উচ্চবর্ণের মহিলার সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ, ২। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের মহিলার বিবাহ, ৩। রাষ্ট্রের নাম, ৪। ছন্দের নাম ৫। Reading makes a fullman এর বক্তা ৬। মনীশ ঘটকের ছদ্মনাম ৭। ম্যালিক অ্যাসিডের প্রাপ্তিস্থান, ৮। নতুন আগমন (স্ত্রী)

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

আকিদা মোল্লা, একাদশ শ্রেণি-২০১৭, ক্রমিক নং - ১১০

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিরা বাসা বেঁধেছে। বাসার ভেতরে তিনটি ছোট্টো ছোট্টো ছানা হয়েছে। খুব ছোট্টো ছানা, তারা উড়তে পারেনা, চোখ মেলতে পারেনা। খালি হাঁ করে আর চিঁচি করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে টুনটুনির ছানা খাবো। একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রনাম হই', মহারাণী। 'তাতে বিড়ালনী ভারী খুশি হয়ে চলে গেল। এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর সে চলে যায়। এখন টুনটুনির ছানাগুলো বড়ো হয়েছে। তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বলল, বাচ্ছা, তোরা উড়তে পারবি?' ছানারা বললে, হ্যাঁ মা, পারব। তবে দেখতো দেখি, ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কিনা। ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তাল গাছটার ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, এখন দুস্টু বিড়ালনী আসুন দেখি! খানিক বাদে বিড়াল এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? তখন টুনটুনি তাকে পা উঠিয়ে লাথি দেখিয়ে বললে, দুর হ' লক্ষিছাড়ি বিড়ালনী। বলেই সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো।

দুষ্টুবিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে টুনটুনিকে ধরতে পারল না। ছানাও খেতে পারল না। শুধু বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা —
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।" — শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২।২২ - দেবব্যাস

(অর্থ - যেরূপ মানুষ পুরনো বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে অন্য নূতন গ্রহণ করে। সেইরূপ জীবাত্মা পুরাতন শরীর সকল ত্যাগ করে অন্য নূতন প্রাপ্ত হয়।)

স্বপ্ন

নাজিনা সুলতানা, বর্তমান পার্শ্ব-শিক্ষিকা - ইতিহাস

তাবাসুম মনে মনে বলল ঃ এই তো পৌঁছে গেলাম ইঁটভাটার মধ্যে। গতকাল ফেরার সময় পরিচয় হল নিশুরানীর সাথে, বয়স পাঁচ বছর হয়ত হবে। নিশুরানী মা-বাবা ও ছোটো ভাইয়ের সাথে বাজার করে ভাঁটায় ফিরছিল। আসলে ওরা ভাঁটায় কাজ করা কুলি মজুর পরিবার। ওই দম্পতি 'ছেলে' বাচ্চাটাকে নিয়ে যতটা আদর ও সাবধানতা অবলম্বন করছিল, 'মেয়ে' বাচ্চাটা-র সাথে ঠিক তার বিপরীত ব্যবহার করছিল। যাত্রী ঠাসা মোটরভ্যানে নিশুরানীকে ওর বাবা-মা এমনভাবে ঠেলেঠুলে বসাচ্ছিল যে, কোনো মানুষ নিজের অপ্রয়োজনীয় মালপত্রের সাথেই ঐরকম ব্যবহার করে থাকে। অপ্রয়োজনীয় মালপত্রের তবু সুবিধা আছে, কারন তাকে ধমক খেতে হয়না কিন্তু নিশুরানীকে ধমক খেতে হল তার বাবার কাছ থেকে কারন ওইটুকু জায়গায় বাচ্চাটা না পারছিল দাঁড়াতে, না পারছিল বসতে। ফলে সে কিছুক্ষণ পরপরই নড়াচড়া করছিল। এই নড়াচড়ার জন্য তার ভাইয়ের একটু আঘাত লাগে। অতঃপর তার উপর বকাবকি বর্ষিত হতেই তাবাসুম আর থাকতে পারলনা, বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। কিছুক্ষণ পর তাবাসুমের চোখ গেল বাচ্চাটার চুলের দিকে তাবাসুম তখন নিশুরানীর বা একটা কুলির বাচ্চার চুল তথা পুরো চেহারাটা খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করল। নিশুরানীর রুক্ষ্ম লালচে চুলের দিকে। তাকিয়ে তাবাসুম মনে করল যে সবার জীবন হয়ত মাথার চুলের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনও সাদা, কখনো কালো আবার কখন যে তা হঠাৎ ঝরে যেতে শুরু করে, আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না।

গতকাল তাবাসুম বাড়িতে ফিরে ঠিক করেছিল — এই ভাঁটায় গিয়ে কিছু কুলির বাচ্চার পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির কথা বলবে। সেইমতো বেশ কিছুদিন পরে সে ভাঁটায় ঢুকল। ভাঁটায় ঢুকে সে নিশুরানীর পরিবারের খোঁজ করল এবং খুঁজে পেল। সেখানে বসে সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সবাইকে বোঝাল। নিশুরানীদের বাড়িটাকে অন্য কুলি পরিবাররা ঘিরে ছিল বলে তাবাসুমকে আর সবার বাড়ি যেতে এবং বোঝাতে হলনা। তাবাসুম সব বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর কথা বলল। তাবাসুমের কথায় কেউ রাজী হল, কেউ হল না। অনেক চেষ্টার পর নিশুরানী সহ মোট বারোটা ভাঁটার বাচ্চা ভাঁটা থেকে অল্প দূরের প্রাইমারি স্কুলটিতে ভর্ত্তি হল। প্রথম একটু সমস্যা হলেও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সেই সমস্যারও সমাধান হল। কিন্তু তাবাসুমের চিন্তা বেড়ে গেল। এখন হয়তো নিজের কর্মসূত্রে আয়ের কিছুটা ব্যায় করে এবং নিজের অবসর সময় কিছুটা ব্যায় করে বাচ্চাদের লেখাপড়া চালানো সম্ভব হচ্ছে কিন্তু পরে কী হবে?

ছুটির দিন, তাবাসুমের কথামতো তার দেওয়া তেল, সাবান, শ্যাম্পু নিশুরানীরা ব্যবহার করে ও যথাসম্ভব নিজেদের পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। ওদের বাবা-মাও ওদের এখন পড়তে বলে। তাবাসুম নিজে যথাসম্ভব চেষ্টা করে ওদের ভালোর জন্য, এখন আবার একজন গৃহশিক্ষককেও জোগাড় করে দিয়েছে ওদের জন্য। নিশুরানী তাবাসুমের খুবই গা ঘেঁষা। বাচ্চারা সবাই ওকে তাবাসুম বলেই ডাকে। প্রথমদিন বাচ্চারা যখন তার কাছে আসতে চাচ্ছিলনা তখনও বলেছিল, 'আমি তাবাসুম তোমাদের বন্ধু, তাই সবাই আমাকে 'তাবাসুম' বলেই ডাকবে'।

তাবাসুম একটা উপায় বার করল। যদি কোনো N.G.O. -এর সাথে যোগাযোগ করে বাচ্চাগুলোর একটা

"শিশুর প্রথম স্কুল হল মায়ের কোল। প্রকৃতপক্ষে একটি ভালো মা, একশোটি স্কুল শিক্ষকের সমান।"

— কোমেনিয়াস।

নিশ্চিন্ত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়। সফল হল তাবাসুম। ওর এক চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জামাইবাবু ওকে খুবই সাহায্য করল একাজে এবং দিল্লিই হল বাচ্চাদের নতুন ঠিকানা। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই বাচ্চারা N.G.O. -এর হাতে চলে গেল। শুধুমাত্র ফোনেই বাচ্চাদের মা-বাবা-তাবাসুম ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারত। অতগুলো বাচ্চার যাতায়াত খরচ বছরে একবারই সম্ভব হত।

ষোলো বছর শেষ হতে চলল — এমনটাই শুয়ে শুয়ে ভাবছে ৭০ বছরের বৃদ্ধা তাবাসুম। নিশুরানী ডাক্তার হয়ে গেল। পাঁচ-ছয় বছর শুধু ফোনেই যোগাযোগ হচ্ছে। নিশুরানী একাই ডাক্তার হয়েছে। অন্যরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরেছে। তাবাসুম এইসব ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ কে যেন পরিচিত কণ্ঠে ডাকল —'তাবাসুম' চোখ খুলে দেখল সামনে নিশুরানী। আনন্দের আতিশায্যে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল ও অজন্তেই দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করল। তাবাসুম দুচোখ ভরে নিশুরানীকে দেখছিল বুকে গুঁজে থাকা নিশুরানীর মাথার দিকে তাকিয়ে নজরে এল নিশুরানীর চুলে এখন এক দামী কোম্পানির Hair-colour লাগানো এবং চুলটা খুব silky ও straight.

নিশুরানী মুখ তুলে বলল — 'তাবাসুম, তোমার স্বপ্ন সফল হলেও আমার স্বপ্ন সবে শুরু হয়েছে'। তাবাসুম অবাক ও বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল — 'মা বাবাকে সুখের মুখ দেখাবি? তুই নিজের কাছে রাখবি'? নিশুরানী বলল — 'না, ওরা যাবেনা, কারণ ওরা বলছে নতুন সমাজে ওরা খাপ খাওয়াতে না পেরে মানসিক দিক থেকে তো ক্ষতিগ্রস্থ হবেই আর হঠাৎ এই পরিশ্রমের জীবন নষ্ট হলে শরীরেরও ক্ষতি হবে। একসাথে দুরকম লোকসান ওরা চাইছে না।'

তাবাসুম বলল — 'তবে?' নিশুরানী বলল — 'তাবাসুম, তুমি 'একটা' ভাঁটার জন্য ভেবেছ ঠিকই কিন্তু একটা ভাঁটায় ভারতের বিভিন্ন জায়গার মানুষরা কাজ করতে আসে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। সুতরাং একটা ভাঁটা আমার কাছে গোটা একটা ভারতবর্ষ আর এখন আমি চাই ইঁটভাটার কুলিদের ঠিকঠাক বাসস্থান। ঐ খোঁয়াড়ের থেকে বিশ্রী বাসস্থানে যাতে কুলিদের আর থাকতে না হয় সেজন্য আমি নতুন স্বপ্ন শুরু করব। এমনভাবে বলতে বলতে নিশুরানী তাবাসুমের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে আর বলতে থাকে — তুমি খুশী?

তাবাসুম দেখল নিশুরানী হঠাৎ ঝাঁকানিটা এত বাড়িয়ে দিচ্ছে যে ওর বিরক্ত বোধ হতে শুরু করল। আর চোখ খুলেই দেখল — ওর (তাবাসুমের) স্বামী দাঁড়িয়ে আছে আর মৃদু হেসে হেসে বলছে — কী ঘুম ঘুমোচ্ছ? কখন সকাল হয়েছে, তোমার স্বামীর আর তোমার বাচ্চাদের কী কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না?

ওহ! তাহলে সবটাই স্বপ্ন ছিল। গতকাল অফিস থেকে ফেরার সময় ইঁটভাঁটার একটা বাচ্চা মেয়েকে নিজের পাশে ভ্যানে বসতে দেখেছিল, তারপর থেকে তাকে কেন্দ্র করেই রাতে স্বপ্নটা দেখেছে সে — বিছানা গুছাতে গুছাতে তাবাসুমের মনে পড়ল রুদ্র শাহীনের লেখা গল্পের কয়েকটা লাইন। কী অসহ্য সুন্দর স্বপ্নটা। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য অতিক্রম করার মতো। তবে সৌন্দর্যের সীমা থাকা প্রয়োজন। এখন তা ছাড়িয়ে গেছে। তাবাসুমের সব কিছুই কেমন যেন ছন্দহীন লাগল। অসহ্য সুন্দর কল্পনার স্বপ্ন দিয়ে মানুষকে আশান্বিত করার বিধাতার কী প্রয়োজন ছিল? তবে জীবনের কিছু না পাওয়া পূরণের জন্য এমন একটা স্বপ্নই যথেষ্ট। যেহেতু স্বপ্ন আছে বলে মানুষ বেঁচে আছে। তাবাসুমের হঠাৎ সবকিছু ছন্দময় লাগতে শুরু করল।

"ষড়দোষাঃ পুরুষেনেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-খ্রোধ-আলস্য-দীর্ঘসূত্রতা।।" — চানক্য

(অর্থ - মানুষের ছয়টি দোষকে ত্যাগ করা উচিত — নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, অলসতা এবং দীর্ঘসূত্রতা।)

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামীন উন্নয়ন

রসিদা খাতুন (মোল্লা), একাদশ-২০১৭, রোল নং ২০০

ভূমিকা ঃ ''মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই, এই খানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন" — কথাটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান। গ্রামই এই ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র তাই ভারতবর্ষকে সুন্দর করতে হলে গ্রামের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন — 'পল্লীকেই যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষায় স্বাস্থ্যে প্রাচুর্যে পূর্ণ করে তুলতে হবে তবেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।" এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও স্বায়ত্তশাসনের চিন্তাধারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রূপায়িত হয়েছে।

পঞ্চায়েতের প্রাচীন অস্তিত্ব ঃ বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বহু প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উন্নতরূপ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীন জীবনে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। গ্রামের কোনো নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি বা মোড়োল অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করতেন। বৃটিশরা শাসনের স্বার্থে কিছু বদ শ্রেণি মধ্যবিত্তভোগী সৃষ্টি করে গ্রামগুলির স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থা ভেঙে দিল। ১৯৫২ সালে ২রা অক্টোবর গ্রাম সংগঠনের জন্য হল সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় স্তর থেকে রাজ্য জেলা ও অন্য স্তর পর্যন্ত বিসৃষ্ট হল তার গঠন বিন্যাস।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রবর্তন ১৯৫৭ সালে। তখন এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার চারটি স্তর ছিল। (ক) গ্রাম পঞ্চায়েত (খ) অঞ্চল পঞ্চায়েত (গ) পঞ্চায়েত সমিতি (ঘ) জেলা পরিষদ। কারণ কেবল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হত। বাকী সব স্তরেই প্রতিনিধি ছিল পরোক্ষ নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রথম স্তর হল গ্রাম পঞ্চায়েত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির জন সংখ্যার ভিত্তিতে ৭ থেকে ২৫ জন নির্বাচিত হন এবং এইসব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে একজন প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী ঃ প্রতি গ্রামপঞ্চায়েতে এক জন কর্মসচিব এবং কর্ম সহায়ক নিয়োগ থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী হল, যেমন — রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় জলের সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, নিকাশী ব্যবস্থা, শ্মশানঘাট ও কবরস্থান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ, কর ও শুল্ক নির্ধারণ ও আদায় ও ভূমি সংস্করণ, নিরক্ষরতা দূরিকরণ, পুনর্বাসন, বিদ্যালয় স্থাপন, কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন, বৃক্ষরোপন ও সংস্করণ, রাতের বেলা রাস্তাঘাট আলোকিত করা ইত্যাদি।

'Man knows how to cry from birth, but laughter takes some bearing."

– Max Pallenberg

(অর্থ - 'জন্ম থেকে মানুষ কাঁদতে জানে কিন্তু 'হাসি' শিখতে হয়।)

পঞ্চায়েত সমিতির গঠন ও কাজ ঃ পঞ্চায়েত সমিতির গঠন একটু পৃথক ও ব্যাপকতর। প্রতি ব্লকের জন্য একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি নির্দিষ্ট। গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রতি আড়াই হাজার সদস্যের ভোটে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েত সমিতির একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি ও একজন সচিব থাকেন। ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারীক (বি.ডি.ও) পঞ্চায়েত সমিতির কার্য নির্বাহক রূপে কাজ করেন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত কাজের তদারকি করা। এছাড়া প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও হাসপাতাল পরিচালনা, কৃষিশিল্প সমবায়ের উন্নয়ন ওঋণ ব্যবস্থার পরিচালনা ইত্যাদি সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

জেলা পরিষদ ঃ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বশেষ পর্যায় হল জেলা পরিষদ। প্রতি ব্লক থেকে মাত্র দুই জন জেলা পরিষদ সদস্য ব্লকের ভোট দাতা দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদের কার্যাবলির পরিধি ব্যাপক। জেলার সর্বস্তরে সামগ্রিক উন্নয়নের দায়ভার জেলা পরিষদের।

পঞ্চায়েতের কার্যাবলি ঃ পঞ্চায়েতের কাজকর্ম অবশ্য ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। অনেকে সমালোচনা করে বলেছেন — পঞ্চায়েতের কর্মসূচী প্রণয়নে এবং রূপায়নে দলীয় স্বার্থের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্থানীয় দলীয় নেতাগণের মধ্যে বিরাজমান বাদ প্রতিবাদের ফলে মাঝে মধ্যেই উত্তেজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গ্রামীন শান্তি বিঘ্নিত হয়। পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র ঠিক মতো কিছু রাখা হচ্ছেনা বলে অভিযোগ উঠছে, পঞ্চায়েতের খেয়াল খুশি মতো কাজকর্মের ফলে জনগন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি অনুদান ও অন্যান্য দান যথারীতি বিতরণ নিয়েও বিরোধী দলগুলির স্বজন-পোষন ও দলবাজীর অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের কাজে গতি আনার জন্য বি.ডি.ও দের বেশি ক্ষমতা দান করেছেন যা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

উপসংহার ঃ তথাপিও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামের সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত হতে পেরেছে। শ্রেণি, ধর্মমত নির্বিশেষে জনসাধারণের অর্থ, সামাজিক উন্নতি করতে প্রয়াসী হয়েছে এটা আমাদের কাছে আশাপ্রদ।

"Revenge, at first though sweet,
Bitter are long back on it self recoils.'

– John Milton.

(অর্থ - 'প্রতিশোধ প্রথমে মিষ্ট হলে, তিক্ত হয়ে নিজের জীবনে ফিরে আসে।' — জন মিল্টন।)

চালতা বেড়িয়া স্কুল (এইচ. এস.)

স্কুল ফাইন্যালে ও মাধ্যমিকে (নিয়মিত) বিদ্যালয়ে প্রথম (সর্বোচ্চ) স্থানের ছাত্রছাত্রী

ক্র.নং.	বর্ষ	Sent Up (Total)	Passed (Total)(1st-2nd-3rd-P-C/S)	সেরা ছাত্রছাত্রীর নাম
01	1965	07	06	
02	1966	08	08	
03	1967	12	09 (0 – 2 – 7)	সুধীরকুমার নস্কর, জগদীশ চন্দ্র সরদার
04	1968	15	12 (0 – 4 – 3)	সুবল চন্দ্র নস্কর, সোরিয়ত মোল্লা
05	1969	24	15 (0 – 4 – 6 – 5)	বিমলকুমার মণ্ডল, খোদাবক্স সরদার
06	1970	26	15(1 – 2 – 5 –7)	জুব্বার আলিশেখ, উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল
07	1971	20	05(0–1–2–2)	অসিতবরণ মণ্ডল
08	1972	23	10(0–0–2–8)	বিভূতিভূষণ প্রামাণিক, মাখনলাল নাইয়া
09	1973	15	14(0–3–6–4–1)	সুদর্শনচন্দ্র নস্কর, অমিয় ভূষণ সরদার
10	1974	14	14(0–1–8–1–4)	সুভাষচন্দ্র সরদার
11	1975	20	14(0–3–9–2–4)	বাসুদেব নস্কর, বিমল শিকারী
12	1976	15	09(0–1–6–2)	সামসের আলি মোল্লা
13	1977	10	09 (0–1–7–1)	বিমল কুমার মণ্ডল (535/1000)
14	1978	08	04 (0–2–1–1)	বসন্তকুমার সরদার, তপনকুমার সাহা
15	1979	06	05 (1 – 2 – 2)	বাসন্তী মণ্ডল
16	1980	16	15 (1 – 5 – 8 – 1)	কমলকৃষ্ণ মণ্ডল
17	1981	18	17 (1–4–10–1–1)	শান্তনু কুমার মণ্ডল

ক্র.নং.	বর্ষ	নাম	প্রাপ্তমান	শতাংশ	মোট সংখ্যা
18	1982	রতন চন্দ্র নাইয়া	573/900	63.7% প্রায়	23
19	1983	নির্মল কুমার মণ্ডল	628/900	70% প্রায়	39
20	1984	আনোয়ারহোসেন মোল্লা	641/900	71.2%	37
21	1985	সুদীপ কুমার মণ্ডল	596/900	66.2%	23
22	1986	দিলীপ কুমার মণ্ডল	650/900	72.2%	37
23	1987	গোপালচন্দ্র সরদার	557/900	61.9% প্রায়	57
24	1988	সিরাজুল হক লস্কর	587/900	65.2%	67
25	1989	পরিতোষ সরদার	679*/900	75.4%	37
26	1990	অশোক কুমার পাল	663/900	73.7% প্রায়	49

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"

প্রবাহ ❑ চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল (উ.মা.)

ক্র.নং.	বর্ষ	নাম	প্রাপ্তমান	শতাংশ	মোট সংখ্যা
27	1991	সুদীপ্ত শেখর পাল	683*/900	75.9% প্রায়	66
28	1992	রঞ্জিত কুমার মণ্ডল	565/900	62.8% প্রায়	36
29	1993	দিলীপ কুমার তরফদার	579/900	64.3% প্রায়	55
30	1994	সঞ্জয় নাইয়া	617/900	68/6% প্রায়	40
31	1995	হরকালী গায়েন	672/900	74.7% প্রায়	58
32	1996	গণেশচন্দ্র হালদার	639/900	71%	75
33	1997	আলিনূর মিস্ত্রি	641/900	71.2%	83
34	1998	শেখ হেদায়েতুল্লা	638*/800	79.75%	68
35	1999	পিন্টু হালদার	606*/800	75.75%	102
36	2000	সরোজ বায়েন	597/800	74.6%	71
37	2001	উত্তম নস্কর	608*/800	76%	96
38	2002	তুষার কান্তি নস্কর	612*/800	76.5%	86
39	2003	বিশ্বজিৎ সরদার	637*/800	79.6%	91
40	2004	শ্যামল হালদার	616*/800	77%	101
41	2005	ইসরাত মোল্লা	638*/800	79.75%	87
42	2006	রবিন সরদার	664*/800	83%	145
43	2007	দেবাশিস গায়েন	660*/800	82.5%	86
44	2008	প্রকাশ মণ্ডল	679*/800	85% প্রায়	109
45	2009	সাহিদুর রহমান দর্জি	621*/800	77.6%	97
46	2010	তৈয়েব আলি সরদার	651*/800	81.4% প্রায়	117
47	2011	জুলফিকার শেখ	627*/800	78.4% প্রায়	145
48	2012	তন্ময় মণ্ডল	588*/700	84%	144
49	2013	আব্দুল আরিফ লস্কর	544*/700	78% প্রায়	154
50	2014	সামিম শেখ	549*/700	78%	137
51	2015	এনামুল হালদার	579*/700	83% প্রায়	153
52	2016	আক্রম হোসেন মোল্লা	611*/700	87%	166
53	2017	মৌবনী সরদার	577*/700	82%	153
54	2018	সৌভিক ইসলাম	607*/700	86.7%	163

"স্বপ্ন সত্যি করার আগে স্বপ্ন দেখত হবে। ওটা স্বপ্ন নয়, যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন তা-ই যা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না।" — এ. পি. জে আবুল কালাম।

অসহিষ্ণুতা

প্রশান্ত সরদার, শিক্ষক - রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পৃথিবীর সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে অসহিষ্ণুতা,
প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতি অসহিষ্ণু।

অভিধানে সহিষ্ণুতা শব্দটার মানে. — ধৈর্যশীল এবং ক্ষমতাশীলতা। অথচ ধৈর্য ও ক্ষমতা দুটাই এই শতাব্দীর উপেক্ষিত, মানসিক উপাদান। সমাজের গা থেকে দুটে শব্দই নেলপালিশ — রিমুভাবের মতো উবে যাচ্ছে। দুটো শব্দের ওপরই মানুষ নিজের মতো করে অর্থ বসিয়ে নিচ্ছে। ধৈর্য কখনো ছুরির ডগায়, ক্ষমা কখনো টাকার ওপরে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

অসহিষ্ণুতা এই সভ্যতার তীব্র সংকট। অর্থ শক্তি, পেশি শক্তি, প্রযুক্তি শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে আমাদের মস্তিষ্ক কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। মনস্তাত্বিক মুনিবর ফ্রয়েড মানুষের নির্জন মনে বসবাস করা অবাধ্য, অসভ্য 'খুশীকে' নিয়ে মানব সভ্যতাকে সতর্ক করেছিলেন। খুশীকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে জীব ও জীবন বৈচিত্র্য বদলে যাবে। যার প্রতিচ্ছায়া এই এক-বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই চোখে পড়ছে। অসহিষ্ণুতার নানান অভূতপূর্ব ঘটনায় মানুষ আজ আর চমকে নয়, আঁতকে উঠছে। দশ এগারো বছরের বাচ্চা আত্মহত্যা করছে, স্ত্রী প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে হত্যা করাচ্ছে — তার চলন্ত হত্যা লীলা মোবাইলতে শুনতে চাইছে, সন্তান অর্থ সম্পত্তির জন্য বাবা-মাকে হত্যা করছে, শ্বশুর জামাইকে হত্যা করছে। বৃদ্ধা গণধর্ষিত হচ্ছে — এরই নেপথ্যে কিন্তু অসহিষ্ণুতার বীজ লুক্কায়িত আছে। তাই 'খুশী' ক্রমশ এই সভ্যতার ঈশ্বর হয়ে উঠছে। আর খুশী যখন ঈশ্বর হয়ে উঠতে থাকে, তখন প্রতিটা ব্যক্তির মধ্যে 'থেকে ঘুমন্ত দুর্যোধনরা জেগে উঠতে থাকে।

সহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম — ভিক্টর হুগোর কথা। আধুনিক পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা বাস্তবে — কখনো শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়ে উঠবে কি না, তার ন্যুনতম আভাষটুকু দেখা যাচ্ছে না। তবে অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় অসহিষ্ণুতা নিয়ে এবারে সত্যিই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে, না হলে দেরি হয়ে যাবে।

এই সভ্যতার অস্তিত্ব ঘিরে অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রগুলো নিম্নে আলোচনা করলাম।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ঃ- এই সময়ের সবচাইতে বড় হুমকি হচ্ছে ধর্ম। যে হুমকি সভ্যতার সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম কোন দিনই কেবল সহিষ্ণু ছিল না। পৃথিবীর কোন ধর্মই শুধু সহিষ্ণু নয়। ধর্ম যদি কেবলমাত্র সহিষ্ণু হত তাহলে কোনো পাল্টা ধর্মের সৃষ্টি হত না। পৃথিবী জুড়ে একটাই ধর্ম থাকত। বাস্তবে তা কিন্তু নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে কমবেশী ৪,২০০-র বেশী ধর্ম বিদ্যমান। ধর্ম প্রচারক যতই ধর্মকে মহিমান্বিত করুক না কেন, ধর্ম অধর্মের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করুক না কেন, তাদের আস্তিনের তলায় লুকানো থাকে, অদৃশ্য ছুটি, সেটা অহিষ্ণুতা। কার্লমার্কস ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ চিনেছিলেন অনেক বছর আগে। আর আমরা এখন, মার্কসের কথায় ধর্ম আফিম। আফিম নেশার বস্তু, চাইলে নেশার হাত থেকে বাঁচা যায় না, — ধর্ম এতটাই ভয়ঙ্কর চাইলেও তার হাত থেকে নিস্তার নেই। মার্কস মনস্তত্ববিদ ছিলেন না, ফলে ধর্মের বাহ্যিক ক্ষতিকারক দিকটা তাঁর চোখে পড়েছিল। ধর্ম প্রতিটা মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা এক দস্যু। যার হাত থেকে সাধারণ মানুষের নিস্তার নেই। ব্যতিক্রম শুধু অসাধারণ মানুষেরা। পৃথিবীর সামান্য কিছু মানুষই চেতনার জোরে ধর্মমুক্ত থাকতে পারেন। তাই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করলে ধর্মীয় আচরণের অনেকটাই নির্বোধের আচরণ। আর ঠিক এই

"তিনটি জিনিস প্রয়োজন জীবনে সফল হতে, এক - কঠোর পরিশ্রম, দুই - লেগে থাকা আর তিন - সাধারণ বিচার বুদ্ধি।" — টমাস আলভা এডিসন।

কারণেই ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। ধর্মকে কেনাবেচা করা যায়। ধর্ম এক অদৃশ্য টুপি যা সহজেই যে কোনো মানুষকে পরিয়ে দেওয়া যায়। চিরকালই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম। নির্বোধের সংখ্যাই বেশী। আর এই নির্বোধদের ধর্মের প্রয়োজন হয়। আর বুদ্ধিমানদের ধর্মের মৌলিক উপস্থাপনই হল অসহিষ্ণুতা। যারা আমার ধর্মের লোক নয় তারা বিধর্মী। বিধর্মী — শব্দটাই অসহিষ্ণুতার প্রতীক।

রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ঃ রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার জ্বর এখন সারা বিশ্বজুড়ে। সৎলোকেদের নির্গমন আর অসৎ লোকেদের অনুপ্রবেশ। গোটা রাজনৈতিক প্রাঙ্গনে এক সার্কাসের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সংক্রমনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিত্তবান ক্ষমতাশালীদের অন্যতম আশ্রয় স্থল আর অফুরন্ত ক্ষমতা লোভের বিলাসক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক প্লাটফর্মগুলো। শুধু বিত্তবানরা নয়, অপরাধিদের নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চয়তাও মিলছে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে। যাদের জেলের গরাদের ওপারে থাকার কথা, তাদের অনেকেই এখন সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায়। মন্ত্রিত্বের নবম গদি আঁটা চেয়ারে বসে অনেক অপরাধীকেই বালতি বালতি আদর্শের কথা জনগণের মাথার ওপর ঢেলে দিতে দেখা যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকের থাবার নীচে রয়েছে ছুরি অথবা বন্দুকের নল।

রাজনৈতিক মানুষগুলোর বেশীর ভাগই সবচাইতে অসহিষ্ণু। আমাদের মতো দেশে শুধুমাত্র সীমাহীন ক্ষমতা ভোগের অদৃশ্য আকাঙ্খার কারণে বহু মানুষ রাজনীতিতে আসে। এরা নীতিহীন ও আদর্শহীন হয়ে পড়ায় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে দিনকে দিন। হত্যা, তছরূপ, ধর্ষণ, ঘুষ, স্বজন পোষন — এসব মিলিয়ে এদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ফলে অসহিষ্ণুতা এদের নিত্যসঙ্গী। ক্রোধ ক্ষমতা ধারনে বৃহৎ ঢালের কাজ করে। নিরাপত্তা দেয় রাজনীতি বিদদের। নিরাপত্তাহীনতা সবসময় তাড়া করে বেড়ায় এদের, এরা ভিতরে ভিতরে অসহায়। অসহিষ্ণুতা দিয়ে এরা অসহায়তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক ফোকর ঃ কনফুসিয়াস-এর কথায় শিক্ষায় কোনো শ্রেণি বৈষম্য থাকা উচিত নয়। বাস্তবে তা ঘটছে না। সমাজে নানা শ্রেণির মানুষের জন্য নানা শ্রেণির বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। শুধু ভাষাকে কেন্দ্র করে ইংরাজী মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, মিশ্র মাধ্যম নানা রঙের বিদ্যালয়। এর পরে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে নানা ধরনের বড়, মেজো, ছোট মাপের বিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোনো সুষ্ঠু পরিকাঠামো বা নীতি কাঠামো নেই। শিক্ষালয় আর আলুর আড়তের কোনো ফারাক নেই। শিক্ষার নানা অদ্ভুতুড়ে কার্যকলাপে শিশুমনেও ক্ষোভ জমতে থাকে। অবচেতনে জমা হতে থাকে - ক্রোধ, সুদে আসলে তা জমা হতে থাকে, ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে ক্রোধের পুঁজি। শুধু শিক্ষার ব্যবস্থাপনা নয়। শিক্ষার গুনমান। পঠন পাঠনের, গুণমান — খুবই নিম্নগামী। শিক্ষা মানুষকে আর ধৈর্য্যবান, স্থৈর্যবান হতে শেখাচ্ছে না। পড়াশুনা আজ আর কোয়ালিটি ভিত্তিক নয়। কোয়ানটিটি ভিত্তিক। তুমি মার্ক (Mark Sheet) 'এ' (A) বা 'বি' (B) পেয়েছ কিংবা কটাতে স্টার বা লেটার পেয়েছ তার ওপর ভিত্তি করে তোমার অস্তিত্বের গুণমান ঠিক হবে। এখানে ভালোমন্দ পড়ুয়ার দরদাম ঠিক হয় তার নাম্বারের ভিত্তিতে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক ফোকর গলে সৃষ্টি হচ্ছে একটা অসহিষ্ণু নতুন প্রজন্ম। এখানে ব্যক্তি মানুষের সতর্কতার দরকার। সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, নম্বর ভিত্তিক সন্তান চাই না। মূল্যবোধ ভিত্তিক সন্তান চাই। সহিষ্ণু সন্তান চাই। না, অসহিষ্ণু সন্তান চাই না।

"সবাই তোমাকে কষ্ট দিবে, তোমাকে শুধু এমন একজনকে খুঁজে নিতে হবে, যার দেয়া কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে।" — হুমায়ূন আহমেদ।

চালতাবেড়িয়া হাই স্কুলের আত্মকথা

সম্পাদনায় - খুশীলাল চক্রবর্তী (সহ-শিক্ষক, বাংলা ও সংস্কৃত)

ভূমিকা ঃ 'স্কুল আমি, বলছি শোনো, আমার মনের কথা,
আমার মনে জমে আছে, অনেক দিনের ব্যথা।'

পঁচানব্বই বছর ধরে আমার বুকে যে জমে থাকা ব্যথা সে তো অনেক দিনেরই। ব্যাথাটা হল — আমার মনে জমে থাকা সুদীর্ঘ কথা, সেভাবে বলার সুযোগ না পাওয়া। আজ যেগুলো বলে ও ব্যথা দূর করব। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যে হাজার হাজার স্কুল আছে, আমি হলাম তেমনি একটা স্কুল, যা আজ থেকে নয়দশাধিক আগে বিশেষ বিশেষ মানুষের আগ্রহে সৃষ্ট হয়ে নিরন্তর শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করে চলেছি আর চলছি।

আমার জন্ম ঃ ১৯২৪ সালে ২রা জানুয়ারী ইংরেজ শাসিত তথা পরাধীন ভারতে আমার জন্ম। আমার দেয়ার ছিল মাটি দিয়ে তৈরী। স্বল্পাদৃত হয়ে কাটিয়েছি বছরের পর বছর। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও মুক্তিকামী মানুষ তখন ভারতমায়ের শৃঙ্খল মোচনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে চালতাবেড়িয়া, উলুরদাঁড়ি, দলুয়াখাকি প্রমুখ গ্রামের কতিপয় শিক্ষিত মানুষ শিক্ষার আলো জ্বালাতে চালতাবেড়িয়া গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার পরেই সরকারী অনুমোদন করালেন — ক্রমান্বয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় ১৯২৬ সালে, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৫৫ সালে এবং ১৯৬৪ সালে নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত অনুমোদিত হয়ে আমার নাম হল — চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল। ২০০৩ সাল থেকে আমি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছি। যাই হোক কত দিন, কত মাস, কত বছর কাটানোর পর আমার রূপের সাথে আমার নামেরও পরিবর্তন হয়েছে ক্রমান্বয়ে। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে আমার এই জীবনে তার খবর কে রাখে? কত ভাঙা-গড়ার স্মৃতি নিয়ে আজও আমি বট বৃক্ষের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রকাশই সাহিত্য ঃ পাঠকেরা ভাবছ যে, এই ইঁট, বালি, সিমেন্ট, রড, জানালা, দরজা, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি দিয়ে গড়া ও সাজানো এই পাকাবাড়ি আবার কথা বলছে কীভাবে? আসলে আমি ভেবেছিলাম — কেউ আমার ইতিহাস লিখবে, সুদীর্ঘ ৯৫তম জন্মদিন পেরিয়ে গেল আমার, জাঁকজমকপূর্ণ জন্মদিন পালনের উৎসবের মত আমারও জন্মদিন পালন হবে ভেবেছি, অথচ জন্মদিন গুলোতে কেউ আমার সাহচর্য দেয় না, আমি নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকি। এখন আমি ঠিক করেছি ভেবেছি নিজের কথা নিজেকেই লিখতে হবে। প্রথম প্রথম ভয় পাচ্ছিলাম। তারপর ভাবলাম নদী, রাজপথ, বিড়াল, গ্রাম, শহর, বটগাছ, ভাঙাছাতা, কফি, মগ যদি তাদের নিজের কথা লিখতে পারে, তাহলে আমি পারব না কেন? আমি ঠিক করেছি আমার বুকে জমে থাকা কথাগুলো প্রকাশ করব তোমাদের কাছে। অনেক অনেক কথা — যে সব কথা হয়ত

"অজ্ঞ হওয়া যতোটা না লজ্জার বিষয়, তার চেয়ে বেশি লজ্জার বিষয় হচ্ছে শিখতে না চাওয়া।"
— বি. ফ্রাঙ্কলিন।

আমি নিজেও ভুলতে বসেছি। হয়তো একটু এলোমেলো হয়ে যাবে, হয়তো কিছু কথার মধ্যে তথ্যগত ভুল থেকে যাবে, সেগুলো তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরে সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ করে দিও।

অতীত ইতিহাস ঃ ১৯৫৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের সরকারী পরিদর্শনের রিপোর্ট অনুসারে আমি ০২/০৬/১৯২৬ থেকে এক বিঘা জমি দানের রেজিষ্ট্রীকৃত ডিডের উপর বিরাজ করছিলাম। আমার দেয়াল ও মেঝে ছিল মাটির, আর চাল ছিল টালির। তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি অফিস ও লাইব্রেরী কক্ষ নিয়ে আমি কাজ করতে থাকি। ১১/০৩/১৯৫৩ তারিখের সরকারী অনুমোদিত (মেমো নং - ২৮৬১ (২১/এফ ২২৮-৩-৫৩) ৮ জন তপশীলি জাতি যুক্ত ১০ জন কমিটির সদস্য দ্বারা আমি পরিচালিত হতে থাকি। এই সময়ে মানুষ গড়ার কারিগর রূপে ছয় জন নিম্নলিখিত শিক্ষকের দ্বারা আমি কার্যরত থাকি।

ক্র.	নাম ও পদ	যোগ্যতা	নিযুক্ত কাল	বেতন
১।	অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী (প্রধান শিক্ষক)	বি.এ.	৩ বৎ ১০ মাস	১০৫ টাকা
২।	রামপদ মণ্ডল (দ্বিতীয় শিক্ষক)	আই. এ.	৯ মাস	৬০ টাকা
৩।	বসন্ত কুমার মণ্ডল (তৃতীয় শিক্ষক)	ম্যাট্রিক	২২ বৎসর	৫০ টাকা
৪।	সতীশ চন্দ্র হালদার (চতুর্থ শিক্ষক)	ম্যাট্রিক	২ মাস	৪৫ টাকা
৫।	কানাইলাল গায়েন (হেড পণ্ডিত)	ব্যাকরণ তীর্থ	১ বৎসর	৬০ টাকা
৬।	বীরেন্দ্রনাথ মিশ্র	আই.এ.	—	—

আমাতে আশ্রিত শিক্ষকগণের সুবিধার্থে শতকরা ৬ টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করি। ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বরের গণনায় আমার ছত্রতলে ছাত্রসংখা ছিল — পঞ্চম শ্রেণিতে ৩১ জন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৩০ জন, সপ্তম শ্রেণিতে ২৮ জন এবং অষ্টম শ্রেণিত ২২ জন। অর্থাৎ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১১জন। তৎপূর্বে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরের গণনায় মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ৮৯ জন।

আমার কার্যধারা অব্যাহত রাখতে ডিসেম্বর ১৯৫৪ থেকে নভেম্বর ১৯৫৫ পর্যন্ত এক বৎসরে আমি আয় করি ৫০১ টাকা এবং ব্যয় করি ৪৭৯ টাকা। আমার লাইব্রেরীতে (পাঠাগারে) পাঠক-পাঠিকাদের জন্য মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৫২টি। আমার গৃহের নিকট আমার হোস্টেলে (ছাত্রাবাসে) থেকে পড়াশুনা করত ৩২ জন ছাত্র।

"বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।"

— 'রক্তকরবী' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবাহ ❑ চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল (উ.মা.)

১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৭ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানাচ্ছি যে — i) আমার ছাত্র-ছাত্রীদের সেবাদানের জন্য আয় করেছি ১০৫২ টাকা এবং ব্যয় করেছি ১০৩১ টাকা, (ii) হোস্টেলে থাকা আমার ছাত্রদের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ২২৫৪ টাকা সরকারী সাহায্য সংগ্রহ করে ছাত্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করেছি।

গ্রামবাসী এবং ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের সহযোগিতায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের কাঁচাগৃহ, পাকাবাড়ির রূপলাভ করাতে ১৯৫৯ সালে ১৭,১০০ টাকা সরকারী অনুদান সংগ্রহ করতে পেরে আমি কিছুটা খুশী হই। তথাপি আরো আরো 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' আরো সাহায্য পাওয়ার জন্য উন্মুখ থাকি বারংবার দৌড় ঝাঁপের মধ্য দিয়ে। যেহেতু আমি নিরন্তর — 'Plain living and high thingking' -কে পাথেয় করে চলেছি এবং চলব, তাই ধারাবাহিক আরো আরো সরকারী ও জনগণের আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে যথাসাধ্য সমৃদ্ধ সেবাদান করছি। আর 'High thinking' আজও পূরণে প্রয়াসী আছি।

বর্তমান ও অতীত ঃ কমবেশী ৪০ (চল্লিশ) টি কক্ষের মাধ্যমে ত্রিতল দুটি এবং দ্বিতল একটি অট্টালিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সেবাদানে বর্তমানে তৎপর আছি।

যাঁরা আমার চলার পথকে জীবনের শুরু থেকে উত্তরোত্তর অধিকতর শাখা-প্রশাখা সৃষ্টিতে এবং পাতায় পাতায় ভরিয়ে দিতে কাজ করেছেন আর আজকের দিনে বিপুলতা দান করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে তাঁদের সকলের নাম তো আজ আর মনে নেই। তাই আগাম ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ছাড়া উপায়ও কিছু নেই। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এবার যাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁদের নাম মোটামুটি ভাবে বলে যাই — সর্বশ্রী.—

ক্র.	নাম	পদ	সময়	মন্তব্য
১।	ভূষণ চন্দ্র সরদার	প্রতিষ্ঠাতা	১৯২৪	প্রয়াত
২।	কালিপদ মণ্ডল	সম্পাদক	১৯২৪	প্রয়াত
৩।	জগদীশচন্দ্র সরদার	সম্পাদক		প্রয়াত
৪।	খোদাবক্স মোল্লা	সদস্য		প্রয়াত
৫।	সুদর্শন নস্কর	সম্পাদক	১৯৯০	প্রাক্তন
৬।	রবীন নস্কর	”		”
৭।	মোজাম মোল্লা	”		”
৮।	কৃষ্ণকান্ত কয়াল	”		”
৯।	শেখ সুজাউদ্দিন	”	২০১১	” ”

"Every-one's manners make his fortime" – Cornelies Nepr.

(অর্থ - প্রত্যেকের আচার-আচরণ তার ভাগ্য তৈরী করে।)

ক্র.	নাম	পদ	সময়	মন্তব্য
১০।	নির্মল চন্দ্র কয়াল	সভাপতি		”
১১।	দিলীপ মণ্ডল	”		”
১২।	প্রদীপ কুমার মণ্ডল	”		”
১৩।	মানস কমল সরদার	আজীবন সদস্য		—
১৪।	কমলকৃষ্ণ নস্কর	সদস্য		প্রাক্তন
১৫।	গুণসিন্ধু সরদার	”		”
১৬।	দক্ষিণারঞ্জন হালদার	”		প্রয়াত
১৭।	উত্থান কুমার মণ্ডল	”		প্রাক্তন
১৮।	মোনাজাত শেখ	”		বর্তমান
১৯।	সুভাষ হালদার	”		প্রাক্তন
২০।	কানাইলাল সরদার	”		প্রয়াত
২১।	মোতালেব গায়েন	”		বর্তমান
২২।	দীপঙ্কর মণ্ডল	”		”
২৩।	সাইফুল্লাহ মোল্যা	”		”
২৪।	জাকারিয়া লস্কর	”		”
২৫।	ডাঃ নির্মাল্য মণ্ডল	”		প্রাক্তন
২৬।	নির্মল মণ্ডল	”		”
২৭।	আব্দুর রসিদ মোল্লা	সহ-সভাপতি		প্রাক্তন
২৮।	গুনধর নস্কর	সদস্য		”
২৯।	তারাপদ মণ্ডল	পঞ্চায়েত নমিনি		”
৩০।	নিশিকান্ত মাঝি	অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক		”
৩১।	গৌরহরি মণ্ডল	সদস্য	১৯৮৯	”
৩২।	তারাচাঁদ মণ্ডল	”	”	”

যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী-শিক্ষক-সদস্য বর্গের কাছে আমি এবং আমার ছাত্রছাত্রী কৃতজ্ঞ তাঁদের পরিচিতি পৃথক তালিকায় জানিয়েছি।

আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ঃ চতুর্দিকের বহু গ্রামবাসীর, যাঁরা অকুণ্ঠ ভালবাসায় সাজিয়ে তুলেছে, আমাকে।

"করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে।।" — কৃত্তিবাস / রামায়ণ

তাঁদের প্রত্যেকের স্নেহ মায়ামমতা ঘাম মিশে রয়েছে আমার প্রতিটি ইঁট কাঠ পাথরের খাঁজে খাঁজে।

প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ঃ আমার এখানে ছাত্রছাত্রীরা — 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ তলে।' কারণ আমার কাছে এসে তারা শৈশব ও কৈশোরের কর্তব্যকর্ম করতে থাকলে যৌবনে ও বার্ধক্যে সুখী জীবন পাবে, প্রাচীন সংস্কৃত গল্পসাহিত্যিক বিষ্ণুশর্মা এই সুখ কিভাবে আসে, সে সম্পর্কে লিখেছেন —

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি, ধনাৎ ধর্মঃ ততঃ সুখম্।।"

চালতাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে যখন আমার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির জন্ম হল, তখন আমার নাম ছিল — চালতাবেড়িয়া এম. ই. স্কুল। সেটাই সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ারি। যখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রসারিত হল আমার হৃদয়, তখন নাম হলে গেল — চালতাবেড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল। আবার যখন সকলের আন্তরিক চেষ্টায় আর সরকারি পরিদর্শকের সহযোগিতায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তার লাভের সুযোগ পেলাম, তখন আবার নামে কিছুটা পরিবর্তন এসে নাম হল — চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল। এই ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল পরিবর্তনের সর্বাগ্র প্রয়াস ও নিরলস শ্রম সহ সর্বোচ্চ আয়ুযুক্ত শুভেচ্ছা এবং নানাবিধ দানে সুদীর্ঘ পালনকর্তা (সম্প্রতি ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াত) হলেন শ্রদ্ধেয় কালিপদ মণ্ডল মহাশয়। আবার চালতাবেড়িয়া হাইস্কুলকে কলা এবং বাণিজ্য - এই দুটি বিভাগ সহ 'উচ্চ-মাধ্যমিক' বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে এবং সর্বোচ্চ গৌরব বৃদ্ধিতে প্রয়াত ও শ্রদ্ধেয় জগদীশ সরদার মহাশয়ের অবদান ও পূর্বোক্ত ব্যক্তির মতই চিরস্মরণীয়। এরপর উপযুক্ত ছাত্রাভাবে 'বাণিজ্য' বিভাগ রক্ষিত না হলেও 'বিজ্ঞান' বিভাগ সৃষ্টিও অনুমোদনের জন্য শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কালিপদ মণ্ডল মহাশয়ের দেওয়া প্রভুত অর্থদানে বিজ্ঞানগৃহ নির্মাণ এবং পরীক্ষণাগার (ল্যাবরেটরী)-র উপকরণাদি ক্রয়ের সহায়তা পেয়ে মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় বর্তমান প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন মণ্ডল মহাশয় এই প্রত্যন্ত গ্রামেও বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের উচ্চতর শিক্ষাই সর্বাধিক সুখের আকর। তাই এই মুহূর্তে উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে 'বিজ্ঞান' বিভাগের পরিচালন বিঘ্নিত হতে দেবেন না — এই মিনতি জানাই চারি দিকের অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের কাছে। অন্যান্য উন্নয়নের সঙ্গে 'বিজ্ঞান' বিভাগকে সৃষ্টি এবং রক্ষার জন্য বর্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের যেমন যথেষ্ট অবদান রয়েছে, তেমনি একে রক্ষার জন্য অন্যান্যদেরও এমন অবদান এই মুহূর্তে আমার কাম্য।

"সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।।"

আমার জীবনযাত্রায় যেমন নানাবিধ সুখ এসেছে, তা উপভোগ করেছি; তেমন নানাবিধ দুঃখও আসছে, তাও ভোগ করতে হচ্ছে। কারণ চক্রের অরপংক্তির মত প্রতিটি জীবনেই তো সুখ ও দুঃখ আবর্তিত হয়।

"আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহার দ্বারা
চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি
বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে।"

আমার কোলে যারা শিক্ষালাভ করতে এসেছে, তারা বেশীরভাগই দরিদ্র। তারা যখন খুব ভালোভাবে পড়াশুনো করে, ভালো রেজাল্ট করে, আমি তখন বলি, ওরা আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো এনেছে। ওদের জন্য গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে। ওরা কেউ কেউ যখন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-ব্যারিষ্টার, পুলিশ-দারোগা, রাজনীতিবিদ্, প্রধান, বিডিও, এসডিও প্রমুখ পেশায় আসীন হয়, অন্ততঃ একজন সামাজিক শিক্ষিত ভালোমানুষ হয়ে ওঠে, তখন আমি যে তৃপ্তি পাই, তা বলে বোঝানো যায় না। মনে হয়, আমার মতো সুখী আর কে আছে? কিন্তু ভালোর মধ্যেও তো কালোর অবস্থান। কোনো কোনো ঘটনা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে, যেগুলো ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারি না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, অন্যায় বন্ধও হয়। তাই আমি দুঃখের মধ্যেও সুখে আছি।

সংস্কৃতির প্রাঙ্গনে ঃ আমার এখানে ছাত্রছাত্রীও শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে 'সরস্বতী পূজা'র আয়োজন করে, 'মিলাদ-উন্-নবী'-র আয়োজন করে। সে সময় আনন্দের হাট বসে যায়। এছাড়া জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলি আড়ম্বরের সাথে পালন করে। যেমন — ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস, ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস ইত্যাদি। বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, নাটক, প্রদর্শনী, ক্যুইজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এছাড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে প্রতি শ্রেণির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। কোনো নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীর আগমনে তাঁকে বরণ করে নেওয়ার এবং কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা জানানোর জন্য আয়োজিত হয় সুন্দর অনুষ্ঠানের। লেখাপড়ার অবসরে শারীরচর্চা খুবই জরুরি। শাস্ত্রেও আছে — 'শরীরং আদ্যং খলু ধর্মসাধনম।' এজন্য স্বামীজীও ফুটবল খেলার পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। শরীর চর্চামূলক নানাবিধ খেলাধূলার মধ্যে থেকেই শরীরকে সুস্থ রাখতে হয়। শরীর সুস্থ রাখলেই লেখাপড়া ভালো হয়। তাই 'ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'-র মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়। মাঝে মধ্যে বিশেষ শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজনও করা হয়। এতেও ছাত্রছাত্রী আনন্দ পায়। শিক্ষক পবিত্র কুমার মণ্ডল মহাশয়ের সম্পাদনায় স্কুলে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত এবং বিদ্যালয়ের পাঠাগার পরিচালিত হয়। সম্প্রতি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর উৎসাহে বাৎসরিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে চলেছে। আশা করি - নিয়মিত পত্রিকা মুদ্রন হবে। এর মাধ্যমে উৎসাহী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা নিজের ভাবনা, নিজস্ব রচনা — প্রকাশের একটা জায়গা পেয়ে যায় এবং পাঠকেরা তা পড়ে ও জেনে উপকৃত হলে বিশেষ আনন্দ পায়। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা বা সরকারীভাবে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে বহু পুরস্কার জিতে আনে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে পালিত হয়। ১০০ মি., ২০০ মি. দৌড়, রোড রেস, আলুদৌড়, লং

"শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখতে পারবে।"

জাম্প, হাইজাম্প, সট্‌পুট, বিভিন্ন ব্যালান্স দৌড়, অঙ্ক দৌড়, স্মৃতি পরীক্ষা, স্কিপিং, মিউজিক্যাল চেয়ার বা বল, যেমন খুশী সাজো ইত্যাদি নানান আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় দুদিন ধরে দারুণ আনন্দ মাতে সবাই। পরিচালন সমিতির সভ্যগণের হাত দিয়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। বছরের এই দুটো দিন বেশ আনন্দে কাটে আমারও। ২০০৮-০৯ বর্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুমিত কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়ার সরঞ্জাম কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনে ১লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পেয়ে এবং বিবিধ ক্রীড়া সরঞ্জাম কিনে আমার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাকে আরো বেশী আনন্দ দিতে পেরে আমি আরো বেশী আনন্দ পাই এখন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঃ আমার বুকে গড়ে উঠছে এখন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। আমার গৃহে সম্প্রতি অর্ধ-ছুটির এবং ছুটির দিনে শিক্ষক-শিক্ষণ (ডি. এল. এড.)-এর প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাও করেছেন বর্তমান আমার প্রধান পরিচালক। কেবল লেখাপড়া নয়, স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্যও আমার পাশেই এখানে রয়েছে হাসপাতাল। আছে পোস্ট অফিসও। ফোনের লাইনও এসেছে। অভিভাবক অভিভাবিকা ও ছেলে মেয়েদের হাতে মোবাইল ঘুরছে। কম্পিউটর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বহু শিক্ষা এবং বহু কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। আমি শহর কোলকাতা থেকে দূরে আছি বলে আমাকে কখনও যেন অনুন্নত ও উপেক্ষিত ভেবো না। আমাকে ভালোবেসে আমার আশ্রয়ে থেকে মেয়েরা 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেরা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারছে। তাদের আর্থিক সমস্যা অনেকাংশে দূরীভুত হচ্ছে। বিনামূল্যে আহার-বস্ত্র-পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদির সহযোগিতাও পাচ্ছে ছাত্রছাত্রী উভয়েই। দূরাগতরা দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিনামূল্যে যানবাহন (সাইকেল)ও পাচ্ছে। আমি 'শিক্ষাশ্রী', 'সবুজ সাথী' গড়ি। আমি নানাভাবে আমার ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসি। আমাকেও সবাই ভালোবাসে।

পরিশেষে ঃ আমি চালতাবেড়িয়া হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)। মাটির দেওয়াল থেকে ক্রম পরিবর্তনের পথ ধরে এখন আমার দেহ ইঁটের তৈরী, মাথায় কংক্রিটের ছাদ, রাতে জ্বলে বিজলিবাতি, দিনে ইলেকট্রিক ফ্যান। এখন সবদিক থেকে আমার আনন্দ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব হতে গোনা যে কয়টি বিদ্যালয় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত রেখেছিল, লোকে বলে - আমি তার মধ্যে অন্যতম এক গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এখানকার বহু ছাত্রছাত্রী লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। পঠন-পাঠন ও ফলাফলেরও একটা বিশেষ সুনাম রয়েছে। বর্তমান দিনে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়েও ঐ সুনামকে সমৃদ্ধ করা বা রাখার জন্য সবার কাছে আমার প্রার্থনা জানাই। শ্রেণিকক্ষ নির্মানের সমস্যার সমাধানে ২০১০ শিক্ষাবর্ষে মনে হয় সহযোগিতার প্রার্থনায় সফল হয়েছি সর্বাধিক এবং শ্রেণিকক্ষ নির্মাণও হয়েছে সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে 4 লক্ষ (চার লক্ষ) টাকা এবং সর্বশিক্ষা মিশন থেকে 7 লক্ষ 64 হাজার 400 টাকার অনুদান পেয়ে

"বিদ্যা অন্বেষণ করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য"। — হজরত মহম্মদ (সঃ)

আমি উক্ত দপ্তরদ্বয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। চির স্মরণীয় ও কৃতজ্ঞ থাকব প্রথম যুগের প্রাক্তন সম্পাদক কালীপদ মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। তাঁর দানকৃত 4 লক্ষ (চার লক্ষ) টাকায় উচ্চ-মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আবার চির স্মরণীয় ও কৃতজ্ঞ থাকব - মুমূর্ষু গ্রামীন সমাজকে নবজীবন মন্ত্রে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ভূমিদাতা ও এই স্কুল প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ শাসিত ভারতবাসী তথা চালতাবেড়িয়া গ্রামবাসী প্রয়াত ও শ্রদ্ধেয় শ্রী ভূষণচন্দ্র সরদার মহাশয়ের প্রতি। এছাড়াও চিরস্মরণীয় ও কৃতজ্ঞ থাকব অন্যান্য ভূমিদাতা, অর্থদাতা, শ্রমদাতা এবং সুপরামর্শদাতাদের প্রতি। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমি সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে সরকারী স্পনসর্ড বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছি। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে এবং বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে CCTV Camera যুক্ত হয়েছি।

আমি গরীব ছিলাম, কিন্তু আমার সন্তানদের, ছাত্রছাত্রীদেরকে ধনী করতে পেরেছি, তাই গরীব থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাচ্ছি। যখন আমার সব ছাত্রছাত্রীর কোলোহল থেমে যায়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে, তখন মনটা কেমন ব্যথাতুর হয়। যখন দীর্ঘদিন ছুটি থাকে, তখন আমি ডুক্‌রে কাঁদি। আবার কখন ওরা সবাই ফিরে আসবে, সেই আশাতেই তাকিয়ে থাকি গ্রামের রাস্তার দিকে। কান পেতে থাকি সেই কোলাহল শুনবো বলে। আবার যখন দেখি, ভূষণবাবুদের মত সুধীবর্গের দানের মাটি সোনার ফসল ঘরে তুলছে তখন মনে হয় - আমি সার্থক আমার জন্ম সার্থক। আমি আশা করি, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের সন্তানরা বড় হয়ে নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে দেশ ও জাতির মঙ্গলে নিজেকে নিয়োজিত করবে। মহামানব রবীন্দ্রনাথের কথাকে অনুসরণ করবে, আমার কোলে থাকা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাকে কেবল বহন করবে না, শিক্ষাকে বাহন করবে তারা। আর আশা করি 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক মানুষ নতুন সহস্রাব্দের নতুন সূর্যের পরিক্রমণে অগ্রসরমান থেকে বিন্দু থেকে সিন্ধুর দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখবে আর অন্তরকে বিকশিত করবে এই মন্ত্রে —

'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

"যে শিক্ষা মানুষের চরিত্র দেয়না, মনুষ্যত্ব দেয়না এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস ও তেজ দেয়না, সে আবার কিসের শিক্ষা!"

— স্বামী বিবেকানন্দ

চালতা বেড়িয়া স্কুল (এইচ. এস.)

উচ্চ-মাধ্যমিকে (নিয়মিত) পরীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় (প্রথম), বর্ষ ভিত্তিক ফল

ক্র.নং.	বর্ষ	নাম (বিজ্ঞান/কলা)	প্রাপ্তমান	শতাংশ	মোট সংখ্যা
01	2005	লিয়াকত হোসেন আখন্দ	666*/700	95.1%	53
02	2006	অনুপ নস্কর	609*/700	87%	27
03	2007	শেখর নস্কর	450/700	64.3% প্রায়	38
04	2008	জানে আলম মোল্লা	344/500	69% প্রায়	73
05	2009	দেবাশিস গায়েন	374*/500	75% প্রায়	66
06	2010				99
07	2011				
08	2012	কবিরঞ্জন নস্কর	384*/500	76.8%	114
09	2013	মোসারফ জমাদার	391*/500	78.2%	128
10	2014	অর্পিতা সরকার	382*/500	76.4%	140
11	2015	সামিম আকতার	445*/500	89%	210
12	2016	নইম আলি মোল্লা ও মিনহাজুল			189
		আব্দিন শেখ (বিজ্ঞান)	405*/500	81%	
		জয়া তরফদার (কলা)	403*/500	80.6%	
13	2017	রুকাইয়া খাতুন (বিজ্ঞান)	452*/500	90.4%	168
		সুদীপ্তা মণ্ডল (কলা)	426*/500	85.2%	
14	2018	সুমাইয়া তাবাসুম (বিজ্ঞান)	391*/500	78.2%	160
		ইমরান লস্কর (কলা)	380*/500	76%	

''বিদ্যা পথের আলো, মরুভূমির সহচর, বিজনের সঙ্গী ও বন্ধুহীনের বন্ধু' - হজরত মোহম্মদ (সঃ)

চালতা বেড়িয়া স্কুল (এইচ. এস.)

ক্রীড়া বিভাগ, বর্ষ - ২০১৮, প্রতিযোগিতায় প্রথম (শীর্ষ) স্থানীয়গণের নাম ও বিষয়

১. ৫০ মি. দৌড় (V-VI)	২. অন্ধ দৌড় (V-VI)	৩. ৫০ মি. দৌড় (VII-VIII)	৪. বস্তা দৌড় (VII-VIII)
আনিসুর রহমান মোল্লা VI.110	সোহেল সরদার VI-08	সাদ্দাম লস্কর VIII-149	করিম আলিমল্লিক VIII-139
৫. উচ্চ লম্ফন VII-VIII	৬. দীর্ঘ লম্ফন IX-X	৭. উচ্চ লম্ফন IX-X	৮. ১০০ মি. দৌড় IX-X
হাসিবুল মোল্লা VII-217	কারিবুল্লা গাজী X-65	আব্দুর রউফ জমাদার X-05	মহদুল গায়েন X(Ex)-121
৯. দীর্ঘ লম্ফন XI-XII	১০. শট্‌পুট্‌ XI-XII	১১. ২০০ মি. দৌড় XI-XII	১২. ৮০০ মি. দৌড় IX-X
আলি হোসেন গায়েন XI - 28	সালাউদ্দিন মোল্লা XI - 30	সরিফুল সরদার XII - 07	ওয়াসিম আক্রম মোল্লা X
১৩. ১০০০ মি. দৌড় XI-XII	১৪. মিউজিক্যাল চেয়ার শিক্ষিকা	১৫. হিটিং দ্য উইকেট শিক্ষক-শিক্ষার্থী	১৬. ৫০ মি. দৌড় V-VI
জাইদুর রহমান মোল্লা XII-43	সোনালী মণ্ডল বাংলা	প্রশান্ত সরদার রাষ্ট্রবিজ্ঞান	খাদিজা ঢালী V-73
১৭. স্মৃতি পরীক্ষা V - VI	১৮. চামচ গুলি দৌড় VII - VIII	১৯. স্কিপিং দৌড় VII - VIII	২০. মিউজিক্যাল বল VII - VIII
তামান্না ইসলাম VI - 08	তনুজা সরদার VIII - 222	খাদিজা লস্কর VII - 166	হাকিমা লস্কর VII - 57
২১. বোম্বিং IX-XII	২২. মিউজিক্যাল চেয়ার IX - XII		
আনোয়ারা শেখ X - 23	ইমরানা মোল্লা IX - 95		

"ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর।" — হাদীশ শরীফ।

পদ্য সাহিত্য

অভিব্যক্তি

সফিকুল আলম মোল্লা - সহশিক্ষক (ইতিহাস)

নয়নযুগলে আসিল শোভা, তোমারই মুখ দর্শনে,
তুমি বিতরিয়াছ ভাষা মোর মুখে, শান্তি প্রতিক্ষণে
কি রূপ তোমার, সরল তবু সুদীর্ঘ দেহ —
স্রষ্টার সৃষ্টি, তাই তোমাকে গড়িয়াছে কেহ।
গড়িতে চাহি আপন করে, সদায় ধেয়াই পানে,
বারেক, বিফলে গেছি, হারিনি তবু অন্তর টানে।
স্পর্শে যার জুড়ায় ক্রোধ, নিকশয়ে ব্রাহ্মজ্যোতি,
কোথা বা শৈবালদাম যে হরিবে তোমার গতি?
কণ্ঠে তোমার সুরের ধ্বনি, পদ সহ বর্ণ মিল,
মাত্রা-কলা-দলের সহিত ছেদ-যতিও সামিল।
পর্বে তোমার মধুর বাণী, ছন্দেতে রঙিন ফুলঝুরি,
অলঙ্কারে সাজলে তুমি করবে জগতে রূপচুরি।
তোমার নিয়ে অনেক আশা আমার মনের মাঝে,
তাই তো আমি তোমায় ভাবি, সকাল বিকাল সাঁঝে।
আমিও সৃষ্টি, তুমিও সৃষ্টি, অমর তুমি হবে,
তোমার নামে তোমার যশে আমিও রইব ভবে।
নিদ্রার ঘোরে স্বপন দেখি, বক্ষ মাঝে লয়ে,
প্রেমের দ্যুতি বহিছো। তুমি, মোর প্রেমী হৃদয়ে।
মধুর ওষ্ঠের সকল স্পর্শে রাঙিয়ে দাও হে সবিতা!
তুমিই আমার অমর প্রেম তুমিই আমার কবিতা।

ছোট্ট নদী

অমিত মণ্ডল (একাদশ শ্রেণি), ক্রমিক নং - ২৬

এই যে ছোট্ট নদী
বয়ে যায় বেঁকে
মনে হয় কেউ তাকে
রেখেছে যে এঁকে
চারিধারে উঁচু পাড়
গাছ সারি সারি
তাহার পাশে বসত
ছোট ছোট বাড়ি
নদীর বুকে স্মিত জল
পবন বেগে বয়
কেমন করে এই চলাচল
মুখ বুজে সে সয়
ভাবি আমি মনে মনে
হব যে তার জল
নদীর বুকে থাকব আর
করব কোলাহল।

"জীবনটা একটা প্রতিযোগিতা। দৌড়ই হল এখানে একমাত্র খেলা। কেউ কেউ দৌড়ায় সামনের দিকে আর কেউ কেউ পিছন দিকে। এখন তুমি ঠিক করে নাও কোন্ দিক ধরে দৌড়াবে তবে খেলায় যখন নেমেছো অবশ্যই তোমাকে জয়ী হতেই দৌড়াতে হবে আর সেই দৌড়টি হবে সামনের দিকে।" — জে. ডিউক।

মামাভাগ্নে (চেতনা)

নির্মল মণ্ডল, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ১৯৯৭)

ঐ আসছে মামার গাড়ি
জলদি ভাগো, তাড়াতাড়ি।
গাড়িটির নাম চেতনা —
কাউকে খাতির করে না।
গাড়ির ভেতর আছে মামা —
গায়ে তাদের কালো জামা।
টিকিট ছাড়া যদি ধরে —
কলার ধরে আদর করে।
হিঁচড়ে যখন নেবে তুলে—
বাবার নাম যাবো ভুলে।।

ভাবছো মামা একা নাকি?
মামিকেও সঙ্গে দেখি।
মেয়েদের ধরবে বলে —
মামিরাও মামার দলে।
ছোটাছুটি, দৌড়ে পালাই —
হঠাৎ দেখি পুলিশ মশাই।
ঘোর বিপদে এবার মোরা —
বাধ্য হয়ে পড়ি ধরা।
ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ —
পকেট মোদের গড়ের মাঠ।।

চেতনাতে অবশেষে —
ভর্ত্তি হলাম ঠেসে ঠেসে
কু-ঝিক্ ঝিক্ রেলগাড়ি —
যাচ্ছি মোরা মামার বাড়ি।
মামার বাড়ি কত দূর —
জেলখানা আলিপুর।
মামা-মামি বড় পাজি —
নইলে এমন দশা আজি!
ভাগ্নাভাগ্নির কথা ভুলে —
জেলখানায় কেউ দেয় কি তুলে!

যাওয়ার আগে একটি কথা —
যদি থাকো রেলদেবতা —
গণ্ডা পাঁচেক মণ্ডা খাও —
এবার মোদের ছাড়িয়ে দাও।
আক্কেল গুড়ুম হয়েছে মোর —
থাকবে মনে জীবন ভোর।

পড়ার ফাঁকি

সুবল চন্দ্র মণ্ডল, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক-২০০০)

রবিবার তো ছুটির দিন, পড়ার দিন তো নয়।
সোমবারটা আসলে পরে, মনটা কেমন হয়।।
মঙ্গলবারে পড়লে নাকি, মঙ্গলটাই নয়।
বুধবারে পড়লে পরে, বুদ্ধি কমে যায়।।
বেস্পতিটা লক্ষ্মীবার, বইতে না দিই চোখ।
শুক্রবার রাত ৮ টায়, T.V. দেখার ঝোঁক।।
শনিবার হাফ - স্কুল, খেলা করতে যাই।
বলো তো বাবা কেমন করে, পড়ার সময় পাই।।

"জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখ দুঃখের সাথী

সবনম মোল্যা, দশম শ্রেণি, ক্রমিক নং ০৮ (২০১৭-১৮)

আজ আমি গর্বিত তোমাদেরকে কাছে পেয়ে
সব সময় থাকতে চাই সুখ দুঃখের সাথী হয়ে
আমার জন্ম হয়েছিল প্রায় ৯৪ বছর আগে
তখন ছিল মাটির উপর টালি, কাদা ছিল মাঠে।

আমার জীবন শুরু হল সাত-আটকে নিয়ে
গ্রামবাদীরা সাহায্য করল চেয়ার টেবিল দিয়ে
তারপর ধীরে ধীরে দিন গেল, মাস গেল, বছরও গেল
সব কিছুতেই উন্নতি হল, ছাত্রছাত্রীও বেড়ে গেল।

এখন আমাকে সরকারি নতুন পোষাক কিনে দিয়েছে
চারিদিকে ফুলবাগান আর মাঠে নতুন ঘাস গজিয়েছে
তাদের মধ্যে কেউবা ডাক্তার, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার হলো।

আমি এখন ১৮০০ জনকে নিয়ে মহাসুখে বেঁচে আছি
সত্যি বলছি তোমাদেরকে আমি খুব ভালোবাসি
তোমরা জানতে চাইবে না আমি কে? কার আছে এত ফুল?
আমার নাম হলো গিয়ে — "চালতাবেড়িয়া হাই স্কুল"।

ছড়া

সুস্মিতা নস্কর, ষষ্ঠ শ্রেণি, ক্রমিক নং ৬৫ - ২০১৭

(১)

ভোরের বেলায় পুব গগনে
সূয্যি ঠাকুর ওঠে,
বই বগলে ছোটরা সব
পাঠশালাতে ছোটে।

ছড়া (২)

একটা নদী ছোট্ট নদী
এঁকে বেঁকে বইতো,
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ তুলে সে
মনের কথা কইতো।

ছড়া (৩)

হিংসা ভুলে সিংহ মামা
মাংস খেতে চায় না,
শাক-সব্জি ঘাস পাতা চাই
তাই ধরেছে বায়না।

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বাসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে;
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তবে জেনে গেছি

সহ-শিক্ষক - সুরজিৎ সরকার (ইংরাজী)

আলো ভালো জেনে গেছি —
সাদা-কালো-মেনে গেছি —
যন্ত্রণা সারা হলো —
মন্ত্রণা ধারা হলো —
তবু ভালোবেসে গেছি —
অবশেষে দেশে গেছি —
এইবার পৌষমাসে —
অথবা অনুপ্রাসে —
গল্পটা দিতে হবে —
প্রকাশক খুশী হবে —
গল্পটা লিখে গেছি —
কল্পনা শিখে গেছি —
কথা তবে রাখা হলো —
মনে ভালোবাসা হলো —
তবে-তবে-মনে আছে —
তবে-তবে-কাছে-কাছে —
স্বপ্নটা পুরো হলো —
মনটাও বুড়ো হলো —
তাই আজ গল্পেতে —
নায়ক-নায়িকা মেতে —
তাতে আমাকে পাবে কি?
কথা আজ আছে মেকী?
কথা তবে বেশ-বেশ —
স্বপ্ন মুগ্ধতা শেষ —
ভালোবাসা জঙ্গম —
ত্রিবেণী সঙ্গম —
তিনধারা - তিন কথা —
ব্যাখ্যান - নীরবতা —
মন তরে নুয়েছে —
স্বপ্নটা ছুঁয়েছে —
তাই তবে জেগে উঠে —
নিজেকে চেনার চোটে —
স্বপ্নটা মিলবেনই —
মনে মন খিলবেই
অবশেষে কাজ শেষ —
মহান কথার রেশ —
জানা হোল বোঝা হোল —
এবার নোঙর তোল।

মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।
— কাজী নজরুল ইসলাম

মহাবেগ

কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, প্রাক্তন ছাত্র (মাধ্যমিক ২০০০)

আমি তরুণ, আমি নবারুণ
(আমি) দুপুরের সূর্যের ঝলসানো কিরণ,
আমি উঠি প্রাতেঃ দুঃস্বপ্ন নিয়ে,
খেলি আতঙ্কের খেলা মরণের বিভীষিকা দিয়ে।
জরাজীর্ণ সমাজের সাথে বিপ্লব করি অকারণ,
মৃত্যুর সাথে মিতালী পেতে মৃত্যুকে করি বরণ,
মায়াবী কুসংস্কারে বিধ্বংসীরূপে,
দংশিত হয় আমার বিবেক,
প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করি,
অন্তিম ইচ্ছার সাথে জীবনের মহাবেগ।
আমি সব্যসাচী হয়ে ঘুরে বেড়াই দেশ-দেখান্তরে
বিশ্ব থেকে শোষণ ও ব্যভিচারকে লুপ্ত করার তরে।
ভিক্ষুকের বেশে সভ্যতা গড়ি তারুণ্যের ঝোলা করে।
আত্মাকে দিয়ে স্বর্গ গড়ি ধূলিত সজ্জিত প্রস্থর দেহে
আমি নই গান্ধী, নই নেতাজী, নই ক্ষুদিরাম,
তবুও আমি শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে
চাই অবিরাম।

বর্ষার মাঠ

রফিকা গাজী, নবম শ্রেণি, ক্রমিক নং ৪৮ (২০১৮)

আমাদের এই গ্রাম বাংলার,
সবুজ ভরা ক্ষেত।
বর্ষাকালে হয়ে ওঠে,
শ্যামল অনিকেত।
গঙ্গানদীর দয়াতে আজ,
বুক ভরা তার জল।
সবুজ রঙে ফলে ওঠে
পূর্ণ তাহার ফল।
সূর্য মামার আলোতে
তখন ঝলমল —
সব যেন দাঁড়িয়ে থেকে
হাওয়ায় টলমল।
বর্ষাকালের সেরা দান

.... "লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইব তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়ার কথা।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাস

আতাউল্লা সরদার (একাদশ শ্রেণি), ক্রমিক নং - ১৩৮

বলি বন্ধু, শিখতে চাইলে সমাস
একাগ্রতার অভাবে লাগবে ছ'মাস।
ভাববে যত কঠিন করে
সরল হবে না হাজার বই পড়ে
পূর্বপদ পরপদ যুক্ত হলে
গঠিত পদকে সমস্তপদ বলে।
এই পদকে যদি করি ব্যাখ্যা
তবে তা ব্যাসবাক্য পাবে আখ্যা
পর পদের অর্থ প্রাধান্য পেলে
তখন তাকে তৎপুরুষ সমাস বলা চলে
অতি সহজ সমাস কর্মধারয়
মধ্য পদটি লোপ পেয়ে যায়।
সমাসটিকে অন্য চেনার উপায়
ব্যাসবাক্যে থাকে যে, যিনি, তিনি, ন্যায়।
প্রতি পদের অর্থ যদি প্রাধান্য পায়
নিশ্চিন্তে দ্বন্দ্ব সমাস তারে বলা হয়।
পায় যদি তৃতীয় পদের অর্থ প্রাধান্য
বহুব্রীহি সমাস ছাড়া নয় তা অন্য।
মনোযোগে ক্লাস শুনলে তবে
স্বল্পায়াসে সমাস শেখা হবে।

হে বসুন্ধরা

অপর্ণা মণ্ডল (একাদশ শ্রেণি), ক্রমিক নং - ১২০ (২০১৭-১৮)

হে বসুন্ধরা, হে বঙ্গজননী, আমরা তোমার সন্তান,
তাই তোমার বক্ষে জন্ম দিয়ে আমরা আজ মহান।
তোমার ছায়ায়, তোমার মায়ায় পালিত বিশ্ববাসী
তুমি গর্বিত, তুমি নন্দিত তোমায় ভালোবাসি।
তুমি যে মা, তুমি যে বঙ্গভূমি, তুমিই বসুন্ধরা,
তোমার গর্ভে জন্ম আজিকে, তুমিই বিশ্বসেরা।
বঙ্গজননী জন্ম-জন্মান্তরেই রইলে তুমি,
তোমার আছে পাহাড়-পর্বত, অনেক স্বর্ণভূমি।
সোনা ফলে তোমার ভূমিতে,
ফসল বুনি আমরা তাতে,
তোমার ভূমিতে যেমন ফলে সোনালী রঙের ধান্য,
আমিও তেমন তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েই ধন্য।

উত্তর

শব্দছক -১ (ক) উপর-নীচ ঃ ১। রামায়ণ, ২। ভবভূতি, ৩। আস্তিকদর্শন, ৪। নারদ

খ) পাশাপাশি ঃ ১। পুরান, ২। বানভট্ট, ৩। মার্কণ্ডেয়, ৪। বক্রোক্তি, ৫। বেদ,
৬। অথর্ববেদ, ৭। কর।

শব্দছক - ২ (ক) উপর-নীচ ঃ ১। তবলা, ২। পরাশর , ৩। ভতৃহরি, ৪। নবান্ন, ৫। মাইকেল
৬, ঋগ্বেদ, ৭। নৃসিংহ।

খ) পাশাপাশি ঃ ১। ভাগবত, ২। ঈশ , ৩। বৃহন্নন্দিকেশ্বর, ৪। বিশাখ দত্ত।

শব্দছক - ৩ (ক) উপর-নীচ ঃ ১। দয়ানন্দ সরস্বতী, ২। প্রসেনজিৎ , ৩। চন্দ্রশেখর
৪। ইসলামাবাদ, ৫। দাদা, ৬। কথা, ৭। নবেন্দু।

খ) পাশাপাশি ঃ ১। সতীদাহ প্রথা, ২। নবীনচন্দ্র সেন, ৩। তীর্থঙ্কর , ৪। হাঙর , ৫। বাহবা
৬। অনুবাদ , ৭। অশেষ।

শব্দছক - ৪ (ক) উপর-নীচ ঃ ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২। ভিসা অফিসের সামনে, ৩। অবনী
বাড়ি আছো? ৪। মহম্মদ ইকবাল, ৫। নীললোহিত, ৬। মহাভাষ্য।

খ) পাশাপাশি ঃ ১। প্রতিলোম, ২। অনুলোম, ৩। ভারত, ৪। পয়ার , ৫। বেকন
৬। যুবনাশ্ব , ৭। আপেল, ৮। নবাগতা।

অনন্ত জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ ভগবান কোথায় আছেন?	উত্তর ঃ ভগবান শুধুমাত্র চিন্তাতেই বিরাজমান।।৬।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ জ্ঞানীগণ কোথায় ঈশ্বর দর্শন করেন?	উত্তর ঃ জ্ঞানীগণ আপন হৃদয়েই ঈশ্বর দর্শন করেন।।৯।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ কোন্ তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত?	উত্তর ঃ স্ত্রী, আহার এবং অর্থ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।।৪২।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ কোন্ তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়?	উত্তর ঃ অধ্যয়ন, জপ এবং দান বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।।৪২।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ কোন্ পাঁচজনকে পিতা বলা হয়?	উত্তর ঃ অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, কন্যাদাতা, জন্মদাতা এবং শিক্ষাদাতাকে পিতা বলা হয়।।২।১।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ কোন্ পাঁচজনকে মাতা বলে জানবে?	উত্তর ঃ রাজরাণী, গুরুপত্নী, বন্ধুপত্নী, শাশুড়ী এবং জন্মদাত্রীকে মাতা বলে জানবে।।২।৩।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ কেন্ ছয়টি সময়ে নিয়মিত পাশে থাকা ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বলা হয়?	উত্তর ঃ উৎসবে, দুঃখের সময়, অন্নাভাবে, শত্রুমুখে পতিত হলে, বিচারালয়ে এবং শ্মশানে পাশে থাকা ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বলা হয়।।২।৪৯।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ বিদ্যার্থীগণকে কোন্ আটটি বস্তু ত্যাগ করতে হয়?	উত্তর ঃ স্ত্রীসঙ্গ, ক্রোধ, লোভ, সুস্বাদু খাদ্য, উপাদেয় ভোগ (শৃঙ্গার), বেশভূষা, অতিনিদ্রা এবং অধিক আহার।।২।৬৮।। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ অধম বা নীচ ব্যক্তি কি চান?	উত্তর ঃ কেবল অর্থ চান। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ মধ্যম ব্যক্তি কি চান?	উত্তর ঃ অর্থ এবং সম্মান চান। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ উত্তম ব্যক্তিগণ কি চান?	উত্তর ঃ কেবল সম্মান চান। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ সব থেকে প্রিয় কে?	উত্তর ঃ আহার সব থেকে প্রিয়। — চাণক্য।
প্রশ্ন ঃ মানুষ কোন্ ত্রিগুণাত্মিকা?	উত্তর ঃ সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ --- এই ত্রিগুণাত্মিকা মনুষ্য।
প্রশ্ন ঃ ত্রিকাল কি?	উত্তর ঃ ক) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। খ) প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল।

প্রশ্ন ঃ ত্রিভুবন কি কি ?	উত্তর ঃ সর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল।
প্রশ্ন ঃ ত্রিতাপ দুঃখ কি কি ?	উত্তর ঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ।
প্রশ্ন ঃ ত্রিদোষ কি কি ?	উত্তর ঃ বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ।
প্রশ্ন ঃ ত্রিপুষ্কর দোষ কি কি ?	উত্তর ঃ বার, তিথি এবং নক্ষত্র দোষ।
প্রশ্ন ঃ ত্রিফলা কি কি ?	উত্তর ঃ হরীতকী, আমলকী ও বয়েড়া।
প্রশ্ন ঃ ত্রিবেণী কি কি ?	উত্তর ঃ যমুনা ও সরস্বতী মিলিত গঙ্গা।
প্রশ্ন ঃ চতুরঙ্গ সৈন্য কি কি ?	উত্তর ঃ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্য।
প্রশ্ন ঃ চতুর্দশভুবন কি কি ?	উত্তর ঃ সপ্তসর্গ, যথা - ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য + সপ্তপাতাল, যথা - অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।
প্রশ্ন ঃ চতুর্বর্গ কি কি ?	উত্তর ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চকষায় কি কি?	উত্তর ঃ জাম, শিমুল, বেড়েলা, কুল ও বকুল-এর কাথ।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চগব্য কি কি?	উত্তর ঃ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি এবং ঘৃত।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চগঙ্গা কি কি?	উত্তর ঃ ভাগীরথী, গোমতী, কৃষ্ণবেণী, পিণাকিনী ও কাবেরী।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চনদ কি কি?	উত্তর ঃ শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী যুক্ত দেশ। পাঞ্জাবদেশ।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চপল্লব কি কি ?	উত্তর ঃ ক) আম্র, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর খ) আম্র, বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল ও বকুল।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ কি কি ?	উত্তর ঃ দেবপক্ষদ্বয় (পুরুরবো ও মাদ্রবসো) এবং পিতৃপক্ষত্রয় (পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ) কে শ্রদ্ধা যুক্ত পূজা।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চভূত কি কি ?	উত্তর ঃ ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ/শূন্য)
প্রশ্ন ঃ পঞ্চমকার কি কি?	উত্তর ঃ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা এবং মৈথুন।
প্রশ্ন ঃ পঞ্চমহাযজ্ঞ কি কি ?	উত্তর ঃ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পন, ভূতবলি এবং পূজা।

ধাঁধা

সাইফুল্লাহ মোল্যা (সদস্য, পরিচালন সমিতি)

সবুজ পাতার ছোট্ট কুঁড়ি এ দেশ মেরা মহান,
ভ্যানডার জুড়ে ভিড় বাড়ে, শুধু কাজের সন্ধান।
তিলোত্তমার তিল কোথা গেল, পরমাণুর অণু?
উৎস জুড়ে নীরস ফ্লোয়েম রক্ত জুড়ে জীবাণু।।

মাটিতে মিশায়ে লৌহকণা ইটভাঙে রামা কৈবর্ত্য,
হাসিম শেখের জমি তছনছ জনস্রোতে ঘূর্ণাবর্ত।
'দিন-সুদিন' আজ লটকে দেঙ্গে বহমানতার তাজ,
'জয়হো, জয়হো' গাইছে সবাই, কাজ চাই আরো কাজ।।

কাজ কি অকাজ আমরা বুঝিনা চাই ফ্যান আর নুন
ডান অলিন্দে মরা লাশ ভাসে বামতীরে তাজা খুন।
শিল্পীর হাতে নিহত শিল্প তুলিতে গড়ছে পাত
মৌসীনরামে ঘনীভূত হল আয়লা ঝড়ের রাতে।

বৃষ্টি বিদায় ঝঞ্ঝা বিদায় কাটা হাত নাড়ে টা-টা —
ডাইনে-বামে, বামে-ডাইনে ভ্যানডার জুড়ে ধাঁধা।।

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র/ছাত্রীদের নাম

শ্রেণি	নাম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
৫ম-৬ষ্ঠ	মহঃ রিথিয়ান মোল্যা	সঞ্জু মণ্ডল	আব্দুল মোহিত লস্কর
৬ষ্ঠ - ৭ম	শরিফ হোসেন মোল্লা	অরিন্দম কয়াল	মঞ্জুয়ারা লস্কর
৭ম - ৮ম	মমতাজ ঢালী	নার্গিস মোল্লা	জাহিরা লস্কর
৮ম- ৯ম	শেখর তরফদার	দীপরঞ্জন হালদার	সুলতানা পারভীন ঢালী
৯ম - ১০ম	মাহাবুল হাসান মোল্যা	রিয়া নস্কর	সুরভী মণ্ডল
১১শ-১২শ	ইমরান মোল্যা	বিশ্বজিৎ মালী	মধুসূদন গায়েন

মাধ্যমিক ২০১৮ তে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ৩ জন ঃ ১। শৌভিক ইসলাম মোল্যা (৬০৭) (২) পদ্মা তরফদার (৫৯৪) (৩) সুতপা সাঁফুই (৫৮৫)

উচ্চ মাধ্যমিক - ২০১৮ তে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ৩ জন ঃ ১। শাকেরা খাতুন (৪১৫) (২) সুমাইয়া তাবাসসুম (৩৯১) (৩) ফাহিমা নাসরীন (৩৮১)

চালতাবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.) এর বর্তমান পরিচালন সমিতি

(সরকার পোষিত)

১। মোনাজাত শেখ — (সভাপতি)

২। দীপঙ্কর মণ্ডল — সদস্য (শিক্ষানুরাগী)

৩। সাইফুল্লাহ মোল্যা — সদস্য (শিক্ষানুরাগী)

৪। জাকারিয়া লস্কর — সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)

৫। আফজাল হোসেন মণ্ডল — প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক

৬। বিধান বিশ্বাস — সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

৭। বিমান দাস — সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

৮। তরুণ কুমার মণ্ডল — সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

৯। বিদেশ সরদার — সদস্য (অশিক্ষক প্রতিনিধি)

১০। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক — (পদ্মেরহাট প্রাথমিক হাসপাতাল) - চিকিৎসক প্রতিনিধি

১১। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক , জয়নগর পূর্বচক্র (সরকারী প্রতিনিধি)

স্টাফ কাউন্সিল —

১। আফজাল হোসেন মণ্ডল (সভাপতি)

২। সৈকত প্রধান (সম্পাদক)

৩। সদস্য ঃ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল —

১। আফজাল হোসেন মণ্ডল (সভাপতি)

২। সুশান্ত সী — সম্পাদক

৩। হাসানুজ্জামান মণ্ডল — সদস্য

৪। প্রদীপ নস্কর — সদস্য

৫। শ্রাবণী ঘোষ — সদস্যা

" প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা প্রকৃত সুখ গৌরব উপলব্ধি করতে পারি। .... সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে। আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চালতাবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.) এর বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী

১। মোঃ আফজাল হোসেন মণ্ডল — প্রধান শিক্ষক, এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. এড্

২। পবিত্র কুমার মণ্ডল — সহ-শিক্ষক, বি. এ. অনার্স (বাংলা), বি. এড্

৩। হাসানুজ্জামান মণ্ডল — সহ-শিক্ষক, এম.এ (আরবী) বি. এড্

৪। পৌলমী পাল — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইংরাজী) বি. এড্

৫। সোনালী মণ্ডল — সহ-শিক্ষক, এম. এ. (বাংলা) বি. এড্

৬। অনিন্দিতা গাঙ্গুলী — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইংরাজী) বি. এড্

৭। দীপ বসাক — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইংরাজী) বি. এড্

৮। অনুপম সরদার — সহ-শিক্ষক, বি. এ (অনার্স- বাংলা) বি. এড্

৯। সুরজিৎ সরকার — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইংরাজী) বি. এড্

১০। কার্তিক চন্দ্র পাইন — এম. এ (সংস্কৃত), বি. এড্

১১। সৈকত প্রধান — সহ-শিক্ষক, বি.এস.সি. (অনার্স -পদার্থবিজ্ঞান) বি. এড্

১২। সুশান্ত সী — সহ-শিক্ষক, এম.সি.সি (অনার্স - রসায়ন), বি. এড্

১৩। বিমান দাশ — সহ-শিক্ষক, এম. এস. সি (গণিত) বি. এড্

১৪। তরুণ কুমার মণ্ডল — সহ-শিক্ষক, বি. এস. সি (অনার্স - রসায়ন), বি. এড্

১৫। ইভারানী ভুঁইঞা — সহ-শিক্ষক, বি. এ (অনার্স - ভূগোল), বি. এড্

১৬। প্রদীপ নস্কর — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ভূগোল), বি. এড্

১৭। বিধান বিশ্বাস - সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইতিহাস), বি. এড্

১৮। শ্রাবণী ঘোষ — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইতিহাস), বি. এড্

১৯। শফিকুল আলম মোল্লা — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ইতিহাস) বি. এড্

২০। অর্পিতা সরদার — সহ-শিক্ষক, বি. এ. (ভূগোল), বি. এড্ (পাঠরত)

২১। তাপস মণ্ডল — সহ-শিক্ষক, এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি. পি. এড্ (শারীর শিক্ষা)

২২। দেবস্মিতা দাস — সহ-শিক্ষক, এম. এ (ভূগোল), বি. এড্ (কর্মশিক্ষা)

২৩। প্রশান্ত সরদার — এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) — চুক্তি ভিত্তিক

২৪। অলিভিয়া বৈদ্য — বি. এ (অনার্স), বি. এড্ (ডেপুটেড)

২৫। নাজিনা সুলতানা — এম. এ (ইতিহাস) প্যারাটিচার

২৬। রুম্পা পুরকাইত — এম. এ (বাংলা) প্যারাটিচার

২৭। দুধ কুমার মণ্ডল — বি. এ. (অনার্স), দর্শনশাস্ত্র, ডিপ.ইন.কম্পিউটার (ICT ইন্সট্রাক্টর)

২৮। সেলিম আহমেদ — করণিক, এইচ. এস.

২৯। কিসমতউল্লা গোলদার — করণিক, বি. এস. সি., এম. সি. এ

৩০। বিদেশ সরদার — দপ্তরী — বি. এ.

চাইল্ড ক্যাবিনেট

শিক্ষাবর্ষ — ২০১৮

প্রধানমন্ত্রী - মমতাজ ঢালী

(ক্লাস - VIII A ; রোল নং - 01)

সভাপতি - আফজাল হোসেন মণ্ডল — প্রধান শিক্ষক
সংযোগরক্ষক ঃ পবিত্রকুমার মণ্ডল — সহশিক্ষক

সহকারী সংযোগরক্ষক ঃ সফিকুল আলম মোল্যা	সহকারী সংযোগরক্ষক ঃ দীপ বসাক	সহকারী সংযোগরক্ষক ঃ অনিন্দিতা গাঙ্গুলী	সহকারী সংযোগরক্ষক ঃ তাপস মণ্ডল
শিক্ষা ও পরিবেশ মন্ত্রী অদিতি মণ্ডল (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 06)	খাদ্য মন্ত্রী জাহিরা লস্কর (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 03)	স্বাস্থ্য মন্ত্রী নার্গিস মোল্যা (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 02)	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী দীনবন্ধু মণ্ডল (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 92)

স্থায়ী কমিটি সদস্য	স্থায়ী কমিটি সদস্য	স্থায়ী কমিটি সদস্য	স্থায়ী কমিটি সদস্য
সানিয়া মোল্লা (ক্লাস - VII A; রোল নং - 31)	মেহেদি হাসান মোল্লা (ক্লাস - VII A; রোল নং - 09)	সুজন সরদার (ক্লাস - VII A; রোল নং - 13)	হাসিবুর মোল্লা (ক্লাস - VII A; রোল নং - 217)
সৌমিতা মণ্ডল (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 04)	ইজাজ আলি লস্কর (ক্লাস - VII A; রোল নং - 34)	দীপিকা সরদার (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 109)	ওয়াসিম রাজা মল্লিক (ক্লাস - VII A; রোল নং - 62)
শরীফ হোসেন মোল্লা (ক্লাস - VII A; রোল নং - 01)	সন্দীপ হালদার (ক্লাস - VI A; রোল নং - 06)	সৌরভ মণ্ডল (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 27)	পার্থিব মণ্ডল (ক্লাস - VIII A; রোল নং - 07)
সঞ্জু মণ্ডল (ক্লাস - VI A; রোল নং - 02)	রেশমা মোল্লা (ক্লাস - VII A; রোল নং -17)	সাফিসা মোল্লা (ক্লাস - VI A; রোল নং - 04)	শাহরুখ মোল্লা (ক্লাস - VI A; রোল নং - 26)

বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালন সমিতির নাম বামদিক থেকে
সামনে — ১। প্রশান্ত সরদার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ২। হাসানুজ্জামান মণ্ডল (আরবি) ৩। প্রদীপ নস্কর (ভূগোল) ৪। মোনাজাত শেখ (সভাপতি) ৫। খুশীলাল চক্রবর্তী (বাংলা) ৬। আফজাল হোসেন মণ্ডল (প্রধান শিক্ষক) ৭। সুশান্ত শী (বিজ্ঞান) ৮। তাপস মণ্ডল (শারীরশিক্ষা) ৯। রুম্পা পুরকাইত (বাংলা) ১০। ইভা ভূঁইঞা (ভূগোল) ১১। পৌলমী পাল (ইংরাজী) ১২। অনিন্দিতা গাঙ্গুলী (ইংরাজী) ১৩। নাজিনা সুলতানা (ইতিহাস)
মধ্যে — ১। কার্ত্তিক পাইন (সংস্কৃত) ২। বিমান দাস (গণিত) ৩। তরুন কুমার মণ্ডল (বিজ্ঞান) ৪। সুকৃতি মণ্ডল, ৫। সফিকুল আলম মোল্লা (ইতিহাস) ৬। দীপ বসাক (ইংরাজী), ৭। সোনালী মণ্ডল (বাংলা), ৮। দেবস্মিতা দাস (কর্মশিক্ষা) ৯। অর্পিতা সরদার (ভূগোল) ১০। অলিভিয়া বৈদ্য।
পিছনে — ১। শৈলেন মণ্ডল, ২। দুধ কুমার মণ্ডল (কম্পিউটার), ৩। কৃষ্ণপদ মুর্মু (প্রাক্তন-বিজ্ঞান) ৪। পবিত্রকুমার মণ্ডল (বাংলা) ৫। প্রকাশ মাইতি ৬। সৈকত প্রধান (বিজ্ঞান), ৭। বিধান বিশ্বাস (ইতিহাস) ৮। অনুপম সরদার (বাংলা) ৯। সুরজিৎ সরকার (ইংরাজী)